বীণা।

শ্রীহরিদাস ঘোষ প্রণীত।

হরসুন্দর যন্ত্র
৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

মদাগ্রজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীচরণ কমলেষু।

দাদা!

আমাদের স্বর্গীয় পিতাঠাকুর, যিনি আমার বাল্যকালের কবিতা পাঠ করিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন, অনেক দিন হইল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এখন আর আমার কবিতাগুলির আদর কে করিবে? পাঠকের আদর অনাদর কবিতাগুলির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। আপনি কখনই আমার কবিতাগুলির অনাদর করিতে পারিবেন না; অতএব আপনার শ্রীচরণে কবিতাগুলি সমর্পণ করিলাম। ইতি ১লা জানুয়ারী, ১৮৯৯ সাল।

হোসঙ্গাবাদ,
মধ্যপ্রদেশ।

প্রণত
শ্রীহরিদাস ঘোষ।

বিজ্ঞাপন।

সংসারের সার দুইটী সামগ্রী, সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত, অথবা এ দুইটীই এক। সৌন্দর্য্যেও সঙ্গীত (Harmony) আছে; সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্য আছে, বলা বাহুল্য। কবিতা এক প্রকার সঙ্গীত মাত্র। পুরাতন প্রকৃতি লইয়াই কবির নাড়া চাড়া। সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই নক্ষত্রমণ্ডলী——আকাশে, সেই জল, সেই ফুল——অবনীতে, আর সেই মনুষ্যের মনোভাব। নূতন সামগ্রী পাব কোথা? আমি প্রচলিত ছন্দোবন্ধে বদ্ধ হইতে সম্মত নহি। ভাষার পর ব্যাকরণের সৃষ্টি। কবিতার পর ছন্দের সৃষ্টি। আমি বাল্যকাল হইতে কবিতা লিখিয়াছি। বাল্যকালের গুটিকতক কবিতা মাত্র আছে। অবশিষ্ট কবিতাগুলি হারাইয়া গিয়াছে।

যদি এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া, পাঠকের মনে ক্ষণেকের তরেও সন্তোষলাভ হয়, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। অথবা কবিতা লিখিতে, কবির পরিশ্রম হয় না, আনন্দই হয়। অতএব পাঠক পাঠিকারা সুখী হইলে, আমার আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। ইতি

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

সূচী পত্র।



গীতি-কবিতাসমূহ।

সাময়িক ঐতিহাসিক কবিতাসমূহ।

বাল্যকালের কবিতাসমূহ।

শিখনখ।

গীতি-কবিতাসমূহ

বীণা।

হাসি।

এ কি চাঁদের কণা অধর কোণে
এ যে জুড়ায় আঁখি, ভুলায় মনে।
তাই বুঝি চাঁদ ক্ষয় পায় দিনে দিনে
পূর্ণিমাতে পূর্ণ পুনঃ হয় কেমনে ?
কোথা হ'তে আসে হাসি, থাকে কোন্ স্থানে ?
অন্তর আনন্দে ভাসে সুধা বরিষণে।
পাপী রবি না রহিত যদি রে গগনে,
শশী সদা সুধা রাশি বরষিত ভুবনে।
উপরে শোভিত শশী, হাসি, নারী বদনে
বহিত সুধার ধারা, মোহিত মানব মনে।

ভুলে যাও।

(১)

ভুলে যাও, ভুলে যাও
কেন আর ফিরে চাও ?
ফুল, যে শুকায়ে যায়
ভ্রমর কি ফিরে চায় ?
না হেরে আকাশে, চাঁদে
চকোরের প্রাণ কাঁদে ?
মেঘে, না দেখে গগনে
চাতক কি করে মনে ?
কর যাতে সুখ পাও
ভুলে যাও, ভুলে যাও

(২)

হারায়ে সন্তানে, মাতা
ভুলে কি যায় না ব্যথা ?
হারাইয়ে পতিধনে
ভুলে না রমণীগণে ?

হারাইয়ে প্রাণপ্রিয়ে
শত শত পতি জিয়ে।
কেন তবে কাঁদ আর ?
তাই বলি বার বার
ভুলে যাও, ভুলে যাও।

(৩)

ভুলে ছিল শাম
বৃন্দাবন-ধাম
গিয়েছিল ভুলে
গোপিনীর কুলে।
অত প্রেম ভুলে ছিল
হায় ! কেমনে ভুলিল ?
ভুলে যাও, ভুলে যাও,
কেন মিছে দুখ পাও।

ভুলো না।

(১)

ওঁহে ভালবাসে যে
ভুলে কি কখন সে ?
দেখিবারে কমলিনী
রোজ উঠে দিনমণি।
দেখ দেখ সূর্য্যমুখী
কেমন ফিরায় আঁখি,
যে দিকেতে রবি যায়
ফিরে ফিরে আহা চায়,
আহা কিবা প্রাণ টানে
ফিরিতেছে রবি পানে
তবে ভুলো না

(২)

চক্রবাক চক্রবাকী
ডাকিতেছে থাকি থাকি,
নিশিতে দেখিনি ব'লে
কইত যাইনি ভুলে ?
তবে ভুলো না।

(৩)

বনবাসে দিয়ে সীতে
রাম, পারেনি ভুলিতে,
প্রতিকৃতি ক'রে ছিল
কই তারে না ভুলিল ;
তবে ভুলো না

(৪)

দেখ দেখ ও পতঙ্গ
ঢেলে দিল আহা ! অঙ্গ
করি কত রঙ্গ ভঙ্গ,
পুড়ে মরি হ'ল ছাই,
মনে আমি ভাবি তাই
ও কি মোলো না ?
তবে ভুলো না

চাঁদ।

কেন রে সুচারু চাঁদে, দেখে মোর প্রাণ কাঁদে
আমি থাকি কত দূরে, সে থাকে আকাশে,
সে ত সবে ভালবাসে, সে ত সবে দেখে হাসে
সে কি জানে ভালবাসা, সকলে যে বাসে ?
চেয়ে চেয়ে হেসে হেসে, সে ত যায় দেশে দেশে
কে জানে সে কেন যায়, কেন ফের আসে ?
চাঁদ পানে চেয়ে রই, মনে মনে কথা কই
হেসে চাঁদ কুটি কুটি, কেন এত হাসে ?
হাস চাঁদ তুমি হাস, হাস হাস বার মাস,
বার মাস কিন্তু চাঁদ কভু কি প্রকাশে ?
ওই রাহু দিল দেখা, চাঁদ বুঝি গেল ঢাকা
হায় ! হায় ! রাহু বুঝি চাঁদখানি গ্রাসে !
তাই আমি মনে করি, চাঁদের ও আছে অরি
কেবলি ত রাহু নয়, মেঘ আশে পাশে,
ও রে শোন্ রে চকোর, ভাবিস্ কি চাঁদ তোর ?
তা হ'লে পেলি না সুধা কেন অনায়াসে ?
পাগল ক'রেছে চাঁদে, চাঁদ চাঁদ প্রাণ কাঁদে
চাঁদ চাই, নাহি পাই, তাই আঁখি ভাসে,
ওই চাঁদ চ'লে গেল, যেন কিছু ব'লে গেল
কথাগুলি গ'লে গেল মিশিয়া বাতাসে !

প্রাণের পুতুল।

ও রে প্রাণের পুতুল, কেন না হইলি ফুল
বুকে করি রাখিতাম তুলে,
না, না হৃদি শূন্য ক'রে, তখনি যেতিস্ ঝ'রে
তবে আমি কি লিখেছি ভুলে!
মনে মোর হয় সাধ, কেন না হইলি চাঁদ
অনিমিষে দেখিতাম চেয়ে।
জুড়াত নয়ন মন, আহা! জুড়াত জীবন
মনোমত, সেই চাঁদে পেয়ে!
অত দূরে দেখে তোরে, প্রাণ জুড়াত কি ক'রে,
জড়ে দেখে কবে প্রাণ নরের জুড়ায়?
কত সুখ, কত ব্যথা, কে শুনিত কার কথা
জড় মানুষের মিল হ'য়েছে কোথায়?

ভালবাসা।

কত সুখ ভালবেসে, কেমনে জানিবে সে
প্রাণের সহিত ভাল, বাসেনি যে জন ?
কি জানিত কালিদাস, সে ছিল রিপুর দাস
কাব্যগুলি লিখেছিল মনের মতন।
নাটক পাঠক যত, করুক সুখ্যাতি শত-
বেশ্যাসক্ত পশু জানে ভালবাসা ধন ?
বাইরণ শেলি কবি, প্রায় দেখি যত সবি
পবিত্র প্রণয় এরা জানেনি কখন।

গান (রামপ্রসাদী সুর)।

কেবল মলুম ঘুরে ঘুরে।
ঘোরে ধরা, ঘোরে তারা, ঘুরে ঘুরে সবে সারা
কেউ কাছে কেউ ঘোরে দূরে ;
ঘোরে ধরা যেন চাকী, ঘোরে তারা চিকিমিকি-
ঝিকিমিকি জোনাকী ঘোরে।
ঘোরে নর পশু পাখী, কিবা আর রৈল বাকি
বল্ দেখি রে সুধাই তোরে।
জন্মে' তুমি নরকুলে, অহঙ্কারে মর ফুলে
পোকায় বল ঘুরঘুরে,
জানিস্ নে তুই বোকা, নিজে তুই হোস্ পোকা
পোকায় পোকায় পৃথ্বী পূরে।

কন্যাসমর্পণ।

আদরের আদরিণী, মা! আমার মৃণালিনি!
আজ তোরে তনয়ারে কারে দিব ভাবি,
তোর তত আব্‌দার, কে সহিবে বল্ আর
ত্যজি পিতা মাতা, মা গো! আজ কোথা যাবি?
সংসারের এই রীতি, পরগৃহে হবে স্থিতি
কিছুদিন পরে মা গো! সকলি ভুলিবি।
পর-ঘর নিজ ঘর, হবে কিছুদিন পর
আশীষি আমরা, সুখে রোস্ যেথা রবি।
কেন মা গো! মিছে কাঁদ, হ'য়ে নিষ্কলঙ্ক চাঁদ
পতি মনোমত সতী রবে মৃণালিনি!
আয় মা গো চিরতরে, সঁপি তোরে পর করে
সঁপেছি যেমন আমি তনয়া নলিনী।

মাটী (ধূলা)।

হায় ! হায় ! সব মাটীর জিনিস্ !
তোরা মাটী দিয়ে মাটী কিনিস্ !
মাটীর ওড়ন, মাটীর পাড়ন, মাটীর কারখানা ;
মাটীর দেহ
মাটীর গেহ
মাটী দিলি, মাটী নিলি, এ মাটীর ভেদ গেল না জানা
এ মাটীতে এত মায়া
মাটীর সুন্দর কায়া
মাটীর পশু পাখী মানুষের ছোট ছোট ছানা,
কেন ভাই মিছে ভুলো
যত দেখ সবি ধূলো
মাটীর প্রেমে মাটী মগ্ন, শেষে মাটীর বিছানা।
যেথা যাই ধূলো খালি
চোকে নাকে ঢোকে বালি
আমি মাটী, জানি সেটী, তাই মাটীর গুণ গানা,
আহা মাটীর পুতুলি
যত পার উড়াও ধূলি
আমি ভুলেও তোমায় ক'রবো না মানা।

ভাল, ভাল, ধূলা খেলা
জীবনের সারাবেলা
ধূলো খেলে, ধূলায় মিলে, ধূলায় ধূলধানা ;
হায় হায় ! এই সোণার অঙ্গ
নিয়ে কত করি রঙ্গ
ধূলো কাঁদে, ধূলো হাসে, শেষে ধূলো বইত না।
এ ধূলোর কত গুণ
ব'লে আমি হলুম খুন
ওরে ! তুনিয়াতে এসে শুধু ধূলো উড়ানা,
ধূলো আমি ভালবাসি
খাই ধূলো রাশি রাশি
ধূলোয় ধূলোয় মেশামিশি, শেষে ধূলো ঠিকানা।

ফাঁদ

কেন চাঁদ
পাত ফাঁদ
ধরিবারে আমাকে ?
সবি ফাকি
জানি না কি
মন দিব কাহাকে ?
ভালবাসা
কি তামাসা
ভাব তুমি মনে ?
আমি কবি
বুঝি সবি
ঠকাবে হে কেমনে ?
প্রাণ দিব
প্রাণ নিব
হবে কি হে জনমে ?
প্রাণ নিবে
নাহি দিবে
মরিব হে মরমে।

প্রাণ দিব
ত, মরিব
প্রাণ দিবে, মরিবে,
থাকে সাধ,
পাত ফাঁদ,
ম'রে কি হে করিবে ?

গান।

হায় রে হায়!
সে কি জানে ভালবাসা
মিটে যার প্রেম পিপাসা
তার কাছে প্রেম দুদিনের তামাসা,
আমি ভালবাসি যারে
সে যদি বাসে আমারে
মিটে কি পিপাসা, পূরে কি প্রেমিক আশা ?
ভালবাসা পাবে যত
পিপাসা বাড়িবে তত
নৈলে প্রাণ কণ্ঠাগত, সে প্রেম যে প্রাণনাশা।
কেনা বেচা নেইকো এতে
দানে প্রতিদান পেতে
এ পিপাসা দিনে রেতে, হরি প্রেমিকের ভাষা।

"বউ কথা কও"

এই কবিতাটী বরেটাঘাটী, জিলা বেতুল, মধ্যপ্রদেশে লিখিত।

"বউ কথা কও" পাখি! তুই ডাকিস্ রে কারে
এ বিজন বিপিন মাঝারে?
নাহি নর নাহি নারী, গিরিশ্রেণী চাবি ধারি
কেন পাখি! ডাকি ডাকি হ'লি তুই সারা রে!
আহা! বুলি কিবা মধু, নাহি হেথা নরবধূ
শুনি সুললিত গান, মুগ্ধ হবে যারা রে!
ডাকিস্ কি নিজ বধূ! ডেকে মলি শুধু শুধু
কথা ত কয় না বধূ, ক'রে আছে মান
বধূ ত কয় না কথা, তাই প্রাণে এত ব্যথা
কেমনে নীরব বধূ, শুনি এই গান!
বধূ আদরের ধন, জানে যত যুবজন
কেমনে জানিলি তুই বনের বিহঙ্গরে!
তুমিত রসিক রাজ, ভাঙ্গিছ বধূর লাজ
কার কাছে শিখেছিস্ তুই এত রঙ্গ রে।

বিজয়াদশমী।

আহা কিবা হিন্দুদের সুখের সুরীতি
প্রণতি গুরুর পদে ভক্তিপূর্ণ প্রীতি।
সমসম্পর্কীয় সবে করে কোলাকুলি,
বিবাদ কলহ আজ গেছে সবে ভুলি।
সকলে মিষ্টান্ন খায়, হ'য়ে হর্ষমতি
মিষ্টমুখ, মিষ্টমন, পবিত্র পদ্ধতি।
বালক বালিকা যুবা যায় ঘরে ঘরে
গুরুজন পদে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে।
নব্য সম্প্রদায় যত সাহেবের দল,
একতা একতা কোরে কাঁদেন কেবল।
কিসে যে একতা হয়, নাহিক সে জ্ঞান,
গুরুপদে প্রণমিতে, ভাবে অপমান!
প্রণমিলে গুরুপদে, পাবে আশীর্ব্বাদ,
মুছিবে মনের মলা, ঘুচিবে বিবাদ।
কোলাকুলি ক'রে সবে হবে ভাই ভাই,
বিজয়ারে ভুলনা রে, বলি আমি তাই।
দেশের উন্নতি চাও, ছেড়ে দাও দ্বেষ,
নম্রতাভূষণ পর, দেখাবে হে বেশ।
সমবয়স্কের সনে, কোলাকুলি কর
আচরণে হয় জেনো আপন পর।

বিপরীত বুদ্ধি, করিছ আপনে পর
পরকে আপন কর, যদি বুদ্ধি ধর।
মাটীর গঠিত দেহ মাটী হ'তে হবে,
ভূমিষ্ঠ প্রণামে বল কিবা ক্ষতি তবে ?
এস ভাই হাসিমুখে, হিন্দু ভ্রাতাগণ,
বিজয়ার দিন, দ্বেষ হিংসা কর বিসর্জ্জন।
মিটাও মনের মলা, মিটাও বিবাদ,
কোলাকুলি করি, পূরাও মনের সাধ।

ফুল

ভালবাসি ফুল
ভুবনে অতুল,
মনের মতন
এমন রতন
        আছে কি আর ?
সাদা রাঙা কালো
ফুলে করে আলো
ফুলের বাগান
স্বরগ সমান,
        আমরি বাহার !
মধু খেয়ে মাতি
ভ্রমরের পাঁতি
উড়ে উড়ে বসে
কত ফুল খসে,
        মনের দুখে !
ছোট ছোট পাখী
মধু চাখি চাখি
এ ফুল ও ফুল

করে চুলবুল,
মনের সুখে।
কোন পাখী গায়,
পবনে নাচায়,
আনন্দেতে গলি
ফুল পড়ে ঢলি
কি শোভা তায়!
ফুল, হাসি হাসি
সুখ সরে ভাসি,
মুখ খানি তুলি
নাচে দুলি দুলি,
আড়ে আড়ে চায়!
ভ্রমর বঁধু
লুটিবে মধু
বুঝিয়ে মরমে
কুসুম সরমে
"না, না" মাথা নাড়ে।
ভ্রমর না মানে
ধায় ফুল পানে,
রসিক চতুর
আনন্দ প্রচুর
মধু খেতে ছাড়ে!

প্রজাপতি কুল
হইয়ে ব্যাকুল
ফিরে ফুল ফুল
যেন বা বাতুল,
চঞ্চল চিত !
ফুল ফুটে চায়
সেই ফুলে ধায়
পড়ে ফুল-গায়
উঠিয়ে পালায়,
ভয়ে যেন ভীত !
"শুন ওহে ফুল
ভালবাসা ভুল"
এই কথা বলি
যায় উড়ি চলি,
নিমেষ বসিয়া।
ফুল, হাসি হাসি
বলে "ভালবাসি,
বাস না তোমরা
পতঙ্গ ভোমরা
নিঠুর রসিয়া !"
"সবে ভালবাসি
সততই হাসি,

ভালবেসে মরি
শুকাইয়ে ঝরি ;
বিধি কি নিদয় !
কিছুই চাই না
কিছুই পাই না,
বিতরি সুবাস
বিতরি সুহাস ;
সবি প্রাণে সয় !
রবি তাপে তাপি
বাতাসেতে কাঁপি
মোরা মহাপাপী
দুখে দিন যাপি,
তবু সদা হাসি !
কাঁদি না কখন,
হাসিতে জীবন
ধরি অল্পক্ষণ
তখনি মরণ !
তবু ভালবাসি !”

২ ফুল।

কেন নারীগণ
স্বর্ণ আভরণ
পরে অকারণ
পরে না ফুল!
করে ফুলবালা
গরে ফুলমালা,
ফুল চন্দ্রহার
আমরি বাহার
কুসুম-দুল!
কেমনে বিবরি
রমণী কবরী
ফুলের মালায়
কিবা শোভা পায়
জানে সুরসিক!
রুচি অলঙ্কারে
মত্ত অহঙ্কারে;
কই নারী নরে
ফুলেরে আদরে
প্রাণের অধিক?

সোণা রূপা পরে
ভার ব'য়ে মরে,
যত অলঙ্কার
ছি ছি সব ছার !
ফুলের কাছে।
সবে ফুলে তুষ্ট
হিন্দু মসী খ্রীষ্ট
বৃদ্ধ বাল নব্য
সুসভ্য অসভ্য,
যত জাতি আছে।
মরণের পরে
ফুল থরে থরে,
ইসা মসী ধরে
কবর উপরে,
ফুলে মৃতে সেবে !
দেবের পূজনে
কুসুম-চন্দনে,
দেয় হিন্দুগণ
নয় অকারণ,
তুষিতে দেবে !
ইংরাজের খানা
দেখ ফুল নানা,

কিবা শোভা ধরে
ফুল নাচঘরে
কি কব আর !
ফুল রাশি রাশি
ছড়াইছে হাসি,
কুসুমের খেলা
কুসুমের মেলা
কতই বাহার !
বিবাহের পরে
বাঙ্গালীর ঘরে,
ফুলশয্যা রাতি
ফুল ভাঁতি ভাঁতি
ফুলের তামাসা !
কুসুমের খেল
আতর ফুলেল,
সুখের সৌরভ !
তাহার গৌরব
বুঝে কি চাষা ?
আহা ম'রে যাই
ফুলের লড়াই
কি সুখের কেলি
ধন্য রে ইতালি, সুখের দেশ।

আগুনে লড়াই
হ'য়েছে বালাই
নর বধে নর
নিদয় পামর,
অসভ্যের শেষ !
মনে হয় সাধ
কুসুম-বিবাদ
দেখিতে ইতালি (১)
চ'লে যাই কালি
তেয়াগি ভারত !
যাই বা জাপানে
মল্লিকা (২) যেখানে
তিন শত জাতি
কমনীয় কাঁতি।
পূরে মনোরথ !
কুসুমের বাণ
করিয়ে সন্ধান
হারাইল প্রাণ
ভস্মীভূত কাম,
শিবের সাঁপে !

(১) Battle of flowers in Italy.

(২) চন্দ্রমল্লিকা প্রায় তিন শত প্রকার।

কুসুম কেমন
বুঝে সে কখন ?
ফণী-আভরণ
হয় যেই জন ?
ভয়ে প্রাণ কাঁপে।
আমরি কি ভুল
ধুতুরার ফুল
ভাল যার লাগে
পরে গো সোহাগে,
ছি ছি অরসিক !
কুসুম অমিয়
তাহার অপ্রিয়
বিষভরা গলা
সাপ নিয়ে খেলা,
তারে দিই ধিক্ ।
তারে ফুলবাণ
বিষের সমান,
বিষ তার মধু
সে সাপের বঁধু,
সাপ আভরণ !
বিরাহ-বাসরে
যদি ফুলশরে

কবি যায় ম'রে
সুখেরি মরণ !
পরম মধুর
কানাই চতুর
খেলে ফুলদোল
রাধা শোভে কোল,
ফুলে ফুল মেশে।
নীলপদ্ম পেয়ে
রাবণে ত্যজিয়ে,
রামে কৃপা করি
রাখিলে শঙ্করী,
মজালে মহেশে !
মালীর সমান
নাহি ভাগ্যবান,
ফুলসহ বাস
করে বার মাস,
সে ত স্বর্গধাম !
মোদের জীবন
হায় ! অকারণ,
নীরস ব্যবসা
খালি উঠা বসা,
নাহিক বিরাম !

চোকে ধূলো বালি
হাতে মুখে কালি,
মরি, লিখে বোকে
বড় বলে লোকে,
　　সকলি ভ্রম !
মালী তোলে ফুল
কামিনী বকুল,
ফুলের বাগান
তার বাসস্থান,
　　সুখেরি শ্রম !
আয় কে আসিবি
সুখেতে ভাসিবি
আনন্দে মরিবি
গলায় প'রবি
　　কুসুম-মালা !
কুসুমের রাশি
কুসুমের হাসি
কুসুমের গন্ধ
দেখে, শুঁকে অন্ধ,
　　জুড়াবি জ্বালা !
শোক দুখ ভুলি
আয় ফুল তুলি

প্রজাপতি, অলি
আর বুলবুলি
    উড়িয়ে যায়!
জুড়াই নয়ন
জুড়াই জীবন;
স্বরগ সমান
ফুলের বাগান
    দেখ্‌বি আয়।

নারদের দর্পচূর্ণ।

বীণা করে করি
গায় হরি হরি
আমরি আমরি
চ'লেছে নারদ, মোহি ত্রিভুবন,
চলিল আকাশে
প্রেমনীরে ভাসে
মনের উল্লাসে
উথলিত হৃদে, ভক্তি-প্রস্রবণ।
ভাবে মনে ঋষি
আমি দিবানিশি
যাই দিশি দিশি
হরিগুণ গেয়ে জুড়াই জীবন,
ফিরি ত্রিভুবন
আমার মতন
ভক্ত কোন্ জন
নাহিক কোথায়, না হবে কখন।
মনে ভাবি তাই
কৈলাসেতে যাই
মহেশে সুধাই
দেখি কি বলেন আজ উমাপতি,

তখনি ত্বরিত
হয় উপনীত,
যথা শিব স্থিত,
নারদ মহেশে করিল প্রণতি।
"এস ঋষিবর
বহু দিন পর
চাও কিছু বর
অথবা তোমার কিসের অভাব" ?
বলে ঋষি ভেবে
জিজ্ঞাসি এ দেবে
মিথ্যা নাহি কবে
মহাদেব সদা সরল স্বভাব।
হরিগুণ গাই
ব্রহ্মাণ্ডে মাতাই
সুধাই গো তাই
আমা সম হরিভক্ত কেহ আছে ?
"বলিলে আমায়
ক্ষতি নাই তায়
হবে বড় দায়
বিষ্ণুচক্রী, যেও না তাঁহার কাছে।
মিছে মনে ব্যথা
শুন মোর কথা

১ বাঁশী।

ওই বাজিল বাঁশরী, ব'লে "কিশোরী কিশোরী",
চল সখি চল, দেখি গিয়ে বংশীধারী।
সখি! বাঁশরী কি সুখী, শ্যাম সনে মুখোমুখী
শ্যাম মুখামৃত পায়, আমরি! মরি!
আমরা অবলা বালা, কালা কালা জপমালা
সে কালা বাঁশীতে রত, ভুলে ব্রজনারী রে,
চাঁদমুখ-চুমো পেলে, স্বরগ স্বহস্তে মেলে
স্বরগ নিবাসী বাঁশী, সেই দুখে মরি রে!
আমরা গোপিনীকুল, সকলি ক'রেছি ভুল
বংশ-বংশে নাহি জ'ন্মে, নরকুলে নারী রে,
অধর অমিয়া পিয়ে, শীতল হইত হিয়ে,
বংশী হ'ল প্রেম অংশী, আহা বলিহারি রে!
সুধাই রে বংশী তোরে, কি কঠোর ব্রত ক'রে
এসেছিস্ কৃষ্ণ করে, শুনি বল্ বল্ রে,
মোরা কৃষ্ণব্রতে ব্রতী, পাই না কৃষ্ণের প্রীতি
সে কালা করিলি বশ, কালা বড় খল রে!
এ দুখ কি প্রাণে ধরে, তোরে কালা করে ক'রে
পায়ে ঠেলে দেয় ফেলে, গোপিনীর কুলে রে;
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ প্রাণ
সে কৃষ্ণ ভাবে না কভু, আমাদের ভুলে রে।

২ বাঁশী।

দেখ সখি! চেয়ে দেখ, আকাশে স্তম্ভিত মেঘ
বাঁশীপানে রেখে কাণে, গাভীগণে চরে না,
শাখীপরে পাখীগণ, গান শুনে এক মন
কোকিল ভুলেছে কুহু, আর গান করে না।
শ্যামলী ধবলী গাই, দেখ, যেন বেঁচে নাই
নিস্পন্দ নিস্তব্ধ জীব, মুখে শব্দ সরে না,
দেখ যমুনার জল, করে নাকো কল কল
উজান বহিয়ে যায়, সুখ হৃদে ধরে না।
যত সব কুলনারী, ধাইতেছে সারি সারি
পড়িছে ভূষণ খ'সে, উঠাইয়ে পরে না
সবে আলু থালু কেশ, নাহিক লাজের লেশ
মজালে বাঁশরী দেশ, বাঁশী কেন মরে না?

৩

কেন বাজে মুরলী, ঐ রাধা রাধা বলি
সকলি যাই যে ভুলি, শুনি ঐ বাঁশরী ;
দেয় অতি যাতনা, হ'রে লয় চেতনা,
শুনি বাঁশী, সুখ-দুখ সব যাই পাশরি।
পরাণ কেমন করে, শুনি বাঁশরীর স্বরে
লাজ ভয় সব যায় ননদী কি শাশরী (১)
বুঝিতে পার না সই, পাগলিনী কি যে কই
তাই মোর কথা শুনি, তাই সখি হাসরি।
বাঁশী বাজে ওই শুন, ওই বাজে পুনঃ পুনঃ
হারালেম বুঝি জ্ঞান, জীবনের আশরি,
ওই বাজে বাঁশরী ঐ রাধা রাধা করি
শুনি ওই বাঁশরী, মুগ্ধ হরিদাসরি !

(১) শ্বাশুড়ী।

৪ বাঁশী।

বিজন বিপিনে বাঁশী বাজিল রে ওই,
শুনি বাঁশী আমাতে আর আমি কই ?
বাঁশীতে উদাসী মন, মিছে ঘরে রই,
কিছুই লাগে না ভাল, ওই বাঁশী বই।
পূর্ব্বজন্ম কথা সব বাঁশীতে জাগায়,
পরাণে পশিয়া বাঁশী, কত কি যে গায় !
কেন কেন কাঁদে প্রাণ শুনি বাঁশী রব,
থাকে না দেহেতে প্রাণ, হয় যেন শব।
বাঁশী শুনি হয় সাধ সন্ন্যাসিনী হই,
বিজন বিপিনে বাঁশী বাজিল রে ওই।
ছাড়ি গেহ, ছাড়ি দেহ, ছাড়ি এ সংসার
বাঁশীস্বরে মিশে আত্মা, আকাশে বিহার।
বাঁশীস্বর-পূর্ণ বন, পূর্ণব্রহ্মময়
প্রাণিপূর্ণ এ সংসার শূন্যজ্ঞান হয়।

———

বংশীধ্বনি (কৃষ্ণ বিরহ)।

বাজ্ রে বাঁশরি ! বলি, "রাধা, রাধা, রাধা রে" !
না পাই দেখিতে পথ, এই ঘোর আঁধারে।
আঁখি মুদি, দেখি রাই, আঁখি খুলি, কাছে নাই
যেতে পথে, পদে পদে, পাই আমি বাধা রে
বাজ্ রে বাঁশরি ! বলি, রাধা, রাধা, রাধা রে ;
ডাক্ বাঁশি ! তোরে শুনে, যদি তার পড়ে মনে
বাজ্ রে বাঁশরি বলি, রাধা, রাধা, রাধা রে !
শক্তি বিনা দুরবল, বল্ বাঁশি ! বল্ বল্
বাজ্ রে বাঁশরি বলি, রাধা, রাধা, রাধা রে !
আমারে কি আছে মনে ? ফিরিব রে বনে বনে,
ওরে বাঁশি ! তুই মোর রাধা মন্ত্রে সাধা রে !
বাজ্ রে বাঁশরি বলি, রাধা, রাধা, রাধা রে !
তোর রাধা রব শুনি, মোহিত হয় রে মুনি
পশু পক্ষী দেব নরে, সবে লাগে ধাঁধা রে !
বাজ্ রে বাঁশরি বলি, রাধা, রাধা, রাধা রে !
আয় রাধা, রাধা আয়, বাঁশরী "কিশোরী" গায়
কই এল, কই এল, মিছে হ'ল কাঁদা রে !
বাজ্ রে বাঁশরি ! বলি, রাধা, রাধা, রাধা রে !

রূপ।

রূপ কি রঙেতে রয়, গঠনে কি রূপ হয়
কারে রূপ বল যদি নাহিক নিশ্চয়,
পেরুতে স্বরূপ যেবা পারসে সে নয়।
ছোট ছোট দুই পা, চীন দেশে চাহে যা
অন্য দেশে গণ্য করে নিতান্ত কুৎসিত,
এ দেশের কাল কেশ, বিলাতে লাগে না বেশ,
কালকেশে কত শোভা বুঝে কি বিলাত ?
বিবিদের নীল চোক, ঘৃণা করে হিন্দু লোক
বিলাতি কবিরা করে কতই সুখ্যাতি।
বর্ম্মাদেশে যত খর্ব্ব, করে তারা কত গর্ব্ব
দেশে দেশে ভিন্নরূপ, যত দেখ জাতি।
চীনে চেপ্টা নাক যার, তার কতই বাহার
"তিল ফুল সম নাসা," কালিদাস কয়,
যত বিলাতি অবলা, ভালবাসে লম্বা গলা,
লম্বাগলা গৃহিণীকে দেখে লাগে ভয়!
গোল মুখ কেউ চায়, লম্বা মুখ কারে ভায়
এ বড় বিষম দায়, নাই রূপের ঠিকানা ;
অথচ রূপের তরে, পাগল সকল নরে
রূপের স্বরূপ কিন্তু নাহি যায় জানা।

কে হে তুমি রূপবান্! দেখি রূপের প্রমাণ
যাও দেখি অন্য দেশে, রূপ যাবে চ'লে,
রূপবান্ বলি তবে, কেন অহঙ্কার রবে?
রূপবান্ তবে বলি, সর্ব্ব দেশে বলে।
কে গো তুমি রূপবতী, চ'লেছ মন্থর গতি
বঙ্গদেশে অঙ্গভঙ্গী, যাও দেখি চীন,
ছি ছি কুরূপা, কুরূপা, বলিবে যতেক যুবা,
তোমার এ রূপগর্ব্ব হ'য়ে যাবে ক্ষীণ!
সদা আমি ভাবি তাই, রূপের ঠিকানা নাই
তবে কেন মানুষেতে রূপ রূপ করে?
তবে কেন নরনারী, রূপ নিয়ে করে জারি
তবে কেন লালায়িত সবে রূপ তরে।
শুন এ কবির কথা, ছেড়ে দাও রূপকথা
আপন আপন রূপে, রহ সবে সুখী,
কাঁপায়ে ধরণী তবে, চ'লনা সুন্দরী সবে
ভুলনা এ উপদেশ যত চাঁদমুখি!

আঁখি।

অয়ি আঁখি রে!

কভু শান্ত সরোবর, কভু খরতর শর
মধুমাখা কভু যেন পিরীতির পাখী রে!
কভু করে ঢল ঢল, কভু তারা সমুজ্জ্বল
কভু বা ভ্রমর যেন, কভু মধুমাখি রে!
রক্তজবা কভু রাগে, কভু ভরা অনুরাগে
নানারূপ ধর ভাই বহুরূপী ভাখি রে!
তুমি সাগর সমান, বিষামৃত পায় স্থান
আশুতোষ খেলে বিষ, তবু এত বাকি রে!
কভু বারি বিসর্জ্জন, কভু মেঘের গর্জ্জন
ঝলসে বিজলি যেন, কভু থাকি থাকি রে
তুমি হৃদয়ের দ্বার, উদ্ঘাটিত অনিবার
ভাল মন্দ মনোভাব, মনোভব-সাখী (১) রে!
কবির সমস্যা ভারি, একই স্থানে অগ্নি বারি
মেঘের তুলনা তাই, তোমাতেই দেখি রে!
জড় কিম্বা জীব হও, বাক্য বিনা কথা কও
তাই ভাবি কোন্ নামে তোমাধনে ডাকি রে!

(১) সাক্ষী।

পাপিয়া।

(মধ্যপ্রদেশে স্থগতাওয়া নদীতীরে' ১৮৯৬।)

কেন রে পাপিয়া পাপী "পিয়া পিয়া" বলে রে!
শুনিলে সে রব সখি! হিয়া মোর জ্বলে রে।
পিয়া (১) নাই পাশে মোর, "পিয়া" বলে পাখী রে
এ পাপী পাখীর, সই! নাই বুঝি আঁখি রে!
"পিয়া পিয়া" বলে পাখী; কই পিয়া কই রে।
পিয়া পাশে হ'লে কি রে, এত দুখ সই রে!
পুনঃ পুনঃ ডাকে "পিয়া," ওই সর্ব্বনাশী রে।
শুনি "পিয়া পিয়া" বুলি, আঁখিনীরে ভাসি রে!
এ ঘোর বরষা নিশি, কোথা পিয়া পাই রে
কেন ডাকে "পিয়া" মিছে, পিয়া কাছে নাই রে।
খেদাও খেচরে সখি! করে উপহাস রে,
"পিয়া পিয়া" বলে ওর, হোক্ সর্ব্বনাশ রে।
অথবা কি মোর দুখে দুখী ওই পাখী রে
পিয়া এনে দিতে চায়, "পিয়া পিয়া" ডাকি রে।
ও রে যা রে পাপিয়া যা, মোর পিয়া পাশ রে,
বিষম বিরহজ্বালা, কর্ মোর নাশ রে।

(১) প্রিয়। পিয়া, হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়।

দেখে যাও মোর দুখ, পিকে (১) গিয়ে বোলো রে
পাই নি পিয়ার পাঁতি (২) কত কাল হোলো রে।
দেখা যদি পাও তার, বোলো পাখি ! বোলো রে
না দেখে পিয়ার মুখ, এ অবলা মোলো রে।
পাখি ! যদি এনে দিতে পার মোর পিয়া রে,
চিরঋণী তোর পায়ে, রব পাপিয়া রে।

(১) পি অর্থাৎ প্রিয়। (২) পাঁতি পত্র।

আকাশ কুসুম।

আকাশ-কুসুম, কে বলে মিছে ?
আস্থক দেখি সে, আমার কাঁছে।
শাদা শাদা ফুলে, আকাশ আলো
ফোটে নিশিতে, থাকেনা সকাল।
নাহি ডাল পাতা, কেবলি ফুল,
কে জানে এদের, আছে কি মূল ?
উড়ু নাম ধরে, বাতাসে উড়ে না,
রবির কিরণে, দিনেতে পোড়ে না।
রোজ রেতে ফোটে, পড়ে না ঝ'রে
শুকো হাজা নেই, যায় না ম'রে ;
মৃছু মৃছু এরা বাতাসে দোলে
মিটি মিটি চায় আকাশ কোলে।
এ ফুলবাগানে, নাই কি মালী ?
তোলে না কি ফুল, ভরিয়ে ডালি ?
এ বাগানে কি, বেড়ায় না নারী ?
গাঁথে না মালা, বাঁধে না কবরী ?
তুলে না ফুল, বাঁধে না তোড়া ?
এঁদের কোথা অন্ত, কোথা গোড়া ?

যখন ফুটে, আকাশে কুসুম
মানব আঁখিতে অমনি ঘুম।
রোজ রেতে ফোটে, দিনে কোথা যায়
একরাঙা ফুল, গগনের গায়।
দেখেছে কেউ, এ ফুলের গাছে ?
আকাশ কুসুম তবেত আছে।

ভুল।

বেশ আছি, ভুলে গেছি, আহা মরি ভুল রে !
ভোলানাথ হই আমি নাহিক ত্রিশূল রে।
তাই বলি ভোলা ভাল, ভুলে রব চিরকাল
তাই বুঝি ভোলানাথে মহাদেব বলে রে।
ভুলে আছি আমি সব, সুখে আহা ভুলে রব
জ্বালায়েছি যত জ্বালা বিস্মৃতি অনলে রে !
কোথা সেই পূজ্য পিতা, কোথা সেই প্রিয় মিতা
ভুলে আছি আমি তোরে——হারী রে !
কোথা ও রে প্রিয় সখা, কত কাল নাই দেখা
ভুলে আছি, তাই ভাবি, ভুলিতে ত পারি রে !
কোথা সেই কমলিনী, ছিল নয়নের মণি
হারায়েছি তারে আমি এ জনম মত রে।
যত দেখি সবি ছায়া, কেন আর মহামায়া
কেন আর মনে রবে ? সবি স্বপ্নবৎ রে।
মৃণালিনী সরোজিনী, কত দিন ত দেখি নি
তাদেরও ত আছি ভুলে, স্নেহ মায়া কই রে !
ও গো ভুলিতে ভুলিতে, আর জ্বলিতে জ্বলিতে
এই দেহ মাটী হবে, তাই ভুলে রই রে।

———

গৰ্দ্দভ।

কবি কোলরিজ "গর্দ্দভ" কবিতা লিখিয়া অত্যন্ত গালি খাইয়াছিলেন, আমি কোলরিজ নই, যদি বঙ্গে কেউ "বাইরণ" থাকেন, আমাকে গালি দিবেন না। আমাকে গালি দেন, ক্ষতি নাই, আমার "নিতান্ত নিরীহ" "গর্দ্দভ"টীকে গালি দিবেন না।

স্বার্থপর নর শুধু নিজ সুখে রত রে!
খেটে খেটে প্রতিদিন, দেহ আহা! হয় ক্ষীণ
নিতান্ত নিরীহ জীবে দুখ দেয় কত রে!
খেটে খেটে হাড় কালি, তাতে আরো দেয় গালি
মানুষের মায়া দয়া, হায়! বুঝি নাই রে!
পিঠপরে দেয় ভার, তাহার উপরে মার
অস্থি-চর্ম্মসার, আহা! দেখে মরে যাই রে!
পায়না ত পূরা খেতে, পথে ভার নিয়ে যেতে
যদি যায় পড়ে, পিঠে মারে কত লাঠি রে!
ক'রে শ্রম পরতরে, করি শ্রম অকাতরে,
যোগায় নরের খাদ্য কত পরিপাটী রে।
মত্ত সদা অহঙ্কারে, ভাবে এই ত্রিসংসারে,
জীব জন্তু তরু লতা সৃষ্ট তারি তরে রে!
দেখ এ কি অত্যাচার, যেই করে উপকার
অকৃতজ্ঞ নর ছি ছি! তারে ঘৃণা করে রে।

গাভী।

জগতের তুমি মাতা, জগতের ধাত্রী,
নরের যথার্থ তুমি, হও পূজাপাত্রী।
লোকে বলে কামধেনু ছিল পূর্ব্বকালে,
ধেনুমাত্র কামধেনু, বুঝে না সকলে।
পর উপকারী জীব নাহি হেন আর
গাভীর যে কত গুণ নাহি সংখ্যা তার।
দুগ্ধপোষ্য শিশু সবে, গাভীগণে পালে
মানবের মাতা হ'য়ে কি দুখ কপালে!
সুমিষ্ট সুখাদ্য সব গাভীদুগ্ধে হয়,
মৎস্য মাংস যত কিছু এর কাছে নয়।
ক্ষীর সর ছানা আর মাখন নবনী,
গাভীগুণে সুখময়! এ দুখ-অবনী।
গোময়ে অশেষ দোষ ক'রে থাকে নাশ,
গোময়েতে লেপে ঘর, হিন্দু বার মাস।
শুকাইলে হয় ঘুঁটে, প'চে হয় সার
কোন্ প্রাণী করে এত পর উপকার?
আরবে উটের গুণ ভুবন বিদিত
গাভীর কাছেতে উট অবশ্য নিন্দিত।
কৃতজ্ঞতা মাত্র গুণ কুক্কুরেতে রয়।
দ্রুতগতি কার গুণ অশ্বে নিঃসংশয়।

একাধারে এত গুণ কোন জীবে নাই
গোচারণ কায তাই ক'রেছে কানাই।
নরাধম পিশাচেরা গোমাংস আহারে
মাতৃহত্যা করে যেই কি কব তাহারে?
গোগ্রাস নাহি দিয়ে হিন্দু নাহি খায়
মাতৃসম পূজা গাভী হিন্দু হস্তে পায়।
না থাকিত গাভীগণ, নাহি হ'ত কৃষি
বলদবাহন-শিব দেব মহাঋষি।
পশুর যতেক গুণ, দুর্লভ মানুষে
তাই হিন্দু ঘরে ঘরে গাভীগণে পুষে,
মাতৃবৎ সেবা তাই গাভী প্রতি করে
কৃতজ্ঞতা পরিচয়, দেখ হিন্দু ঘরে!
বলুক অবুঝে এত হিন্দুকুসংস্কার,
হিন্দু জানে কৃতজ্ঞতা সর্ব্বধর্ম্ম সার।

ক'র না অন্যথা
বিষ্ণুরে সুধালে, হবে অপমান",
রাগে বুদ্ধিহীন
দেবর্ষি প্রবীণ
হাতে ল'য়ে বীণ্
শিবলোক ত্যজি তখনি প্রস্থান।
বীণে! হরি বল,
বল্ রে কেবল
চল্ আজ চল্
হরিগুণ গান, পাব তার ফল,
এ কি মতিভ্রষ্ট
যিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ
বৃথা এ কি কষ্ট
নিষ্কাম নারদ হ'য়েছে পাগল।
বসি সিংহাসনে
দেখি নারায়ণে
ভাবে ঋষি মনে
মহাদেব বাণী পাছে সত্য হয়?
নেশাতে উন্মত্ত
বলিল কি সত্য?
কি জানিবে তত্ত্ব?
আমি ভক্তশ্রেষ্ঠ ইথে কি সংশয়!

"কিসের কারণ
মন উচাটন
বল বিবরণ
এস হে নারদ ! ভাল ত সকল ?"
আজি কি বিপদ
হ'য়ে গদগদ
বলিল নারদ
হরিভক্ত আমি, সতত কুশল।
তবে ভগবান
স্মিতমুখে চান
"কেন অভিমান ?
আমা ভক্ত মুনি তুমি কি কেবল ?"
হরিভক্তি বিনে
আমি ত জানিনে
তাই এই দীনে
ভক্ত প্রতি প্রভু কেন কর ছল ?
হরি পুন কন
"বল হে কারণ
কেন আগমন ?
কেন হে নারদ ! এতই চঞ্চল ?"
না দিয়ে উত্তর
অতি স্বার্থপর

বলে ঋষিবর
দয়া ক'রে অধীনেরে বল ভগবান,
করি হে বিনয়
বল দয়ামর
বিলম্ব না সয়
আমা চেয়ে ভক্ত আছে কোন স্থান ?
হরি কন্ হেসে
"যাও বঙ্গদেশে
দেখিবে বিশেষে
তোমা চেয়ে ভক্ত ভবানী চামার,"
বলে বিষ্ণুক্রূর
"নহে বহু দূর
যাও শান্তিপুর
দেখিবে সে কত ভক্ত হে আমার।"
কাঁপে থর থর
না দিয়ে উত্তর
চলিল সত্বর
যেখানে চামার ব'সে কাটে চাম,
বসিয়ে সেখানে
চাম নিয়ে টানে
শুনে না সে কাণে
ভুলিয়ে না লয়, সে ত হরিনাম।

এ কি সর্ব্বনাশ!
এত উপহাস,
আমি হরিদাস,
অধীনের প্রতি হরির এ কায,
বিদ্যুতের প্রায়
উঠি ঋষি ধায়
সেইখানে যায়
যেই ধামে বিষ্ণু করেন বিরাজ।
"নারদ কেমন
ভক্ত সেই জন
দেখিলে এখন
স্বচক্ষে দেখেছ, সে ভক্ত কেমন?"
কি বলিব আর
দেখেছি চামার
করে অত্যাচার
নিরীহ পশুর জীবননাশন।
কেন হরি, বল
ভক্ত প্রতি ছল
কর হে কেবল
কি কঠিন তুমি বুঝিতে না পারি,
ওহে হরি বিনে
আমি ত জানিনে

তাই বুঝি দীনে
দেখি, দয়াময়! ছলনা তোমারি।
"না করি বিদ্রূপ
কহি হে স্বরূপ
সে ত ভক্তিরূপ
বুঝিবে এবার, যাও পুনরায়,"
নিতান্ত বিরক্ত
রাগে চক্ষু রক্ত
ঋষি মহাভক্ত
পালিবারে আজ্ঞা চলিল তথায়।
সে ত কাটে চাম
কাটে আট যাম
কাটে অবিরাম
কাটে পশু, কাটে চাম দিন রাত,
সে ত পশুপ্রায়
রক্তমাখা গায়
রক্তহাতে খায়
কভু একবার ধুইল না হাত।
এ যে পাপাশয়
ভুলে নাহি কয়
হরি দয়াময়
এ যে ঘোর পাপী, পাপ মূর্ত্তিমান্,

এ ত নয় মন্দ
হ'য়েছি কি অন্ধ?
বিধির নির্ব্বন্ধ
এ ত নর নয়, পাষণ্ড পাষাণ!
এরে জিজ্ঞাসিব
সংশয় নাশিব
আর না আসিব
ছেড়ে হরিনাম, ভাঙ্গিব এ বীণে,
কাটিস্ ত চাম
এই তোর কাম,
ভুলে হরিনাম
নিয়েছিস্ তুই, কভু কি জীবনে?
বলিল চামার
"কি বলিব আর
কর অহঙ্কার
আমি ত চামার, ঘৃণা করে সবে,
তুমি ত অজ্ঞান
তা ত নাহি জান
কর অপমান
দিবানিশি নাম, কেন লও তবে?
ওরে মহামুনি
বীণা তোর শুনি

বলে পুনি পুনি
"হরি হরি," ছি ছি মিছে লও নাম,
আমি জানি বেশ
জীবনের শেষ
ব'লে হৃষিকেশ
মুখে একবার, যাব স্বর্গধাম।
যা যা তুই দাড়ী
সবি বাড়া বাড়ী
চামারের বাড়ী
শুনেছ কখন, আসে কি সন্ন্যাসী ?"
নাহি মুখে কথা
মনে বড় ব্যথা
হেঁট ক'রে মাথা
উঠিল নারদ, মুখে নাই হাসি।
ছি ছি অহঙ্কার
প্রতিফল তার
আমি কোন্ ছার
সামান্য চামার, দিল উপদেশ,
বিষ্ণুলোকে যায়
লোটাইয়া পায়
হরিগুণ গায়
পেলে দিব্যজ্ঞান, দূরে গেল ক্লেশ।

সুখের ভাবনা সব ভেবেছিনু স্বপনে।

সুখের ভাবনা সব ভেবেছিনু স্বপনে
কত আশা উপজিত মনে মনে গোপনে।
একে একে আশা যত, শুকাইল শত শত
ছিন্নভিন্ন মন এবে ছুরাশা পবনে !
সুখের শৈশবকাল, আহ্লাদে হৃদয় আলো
আহা ! সকলি লাগিত ভাল, কেন কে জানে !
কত আশা মন মাঝে, সকাল বিকাল সাঁঝে
খেলিত লহরী এই হৃদয়ের কোণে !
যৌবনে আশা তরঙ্গে, খেলিত কতই রঙ্গে
যৌবনের আশাগুলি, নিয়ে গেছে যৌবনে
হায় ! হায় ! এ হৃদয়, হইয়াছে মরুময়
বহিছে সিরক্কো, উহু ! দহিতেছে জীবনে !

ভালবাসা।

আপনারে ভালবাস, শুন ওরে মন!
পরে ভালবেসে কেন হও জ্বালাতন।
বুঝিতে পার কি তুমি অপরের ভাষা?
পরে ভালবাসা, মন! কেবলি তামাসা।
সম্বন্ধ সবারি সনে, সত্য তব আছে
এক জনে ভালবাসা তবে হয় মিছে।
আপন করিতে পার, সকল সংসার
ভালবাস সকলেরে, সেই বুদ্ধি সার।
একে ভালবাসিবারে মন প্রাণ চায়,
ভালবাসা নিয়ে হ'ল এযে বড় দায়,
সকলে অপর, কিম্বা সব আপনার
কেমনে বলিব বল, কেহ নহে কার?
"কারে বল হে আপন" যেই জিজ্ঞাসিল,
সকলি আপন সে ত ভুলে না ভাবিল।
মন চায় এক জনে ভালবাসিবারে
কোথা সে প্রাণের ধন ভালবাসি যারে?
কারো রূপে হই মুগ্ধ, কারো মুগ্ধ গুণে
প্রাণের পুতুল কিন্তু মিলে না জীবনে।

কেন ভালবাসিবারে পরাণ আকুল
ভালবাসা এ পিপাসা, যদি হয় ভুল।
কবিতাতে ভালবাসা, ভালবাসা নভেলে
ভালবাসা মিছে কথা, তবে কে বলে ?
ভালবাসা হয় কি হে দেহের মিলন
চুম্বনচর্চ্চিত মুখ, নয়নে নয়ন ?
ভালবাসা হয় কি হে আত্মার মিলন
কে ক'রেছে কোন্ কালে আত্মা নিরূপণ ?
এমন পাগল প্রাণী নাহি দেখি আর
লালায়িত তারি তরে, নাহি স্থির যার।
ভালবাসা ভালবাসা, লেখে কবিকুল,
ভালবাসা নিয়ে হায় ! ভুবন ব্যাকুল।
ভালবাসা কারে বলে, কেহ নাহি ভাবে
এমন অবুঝ জীব আর কি হে পাবে ?
ভালবাসা নিয়ে দেখি বিষম বিবাদ
ভাল বাসিবারে তবে কেন এত সাধ ?
কারে বলে ভালবাসা তা ত নাহি জানি
অথচ বাসিতে ভাল, আকুল পরাণি।
কে বলে মানুষে জীব বড় বুদ্ধিমান
আমি জানি মানুষেরা নিতান্ত অজ্ঞান।

অবনীর তারা

তারকা-নিকরে ওই কি করে আকাশে ?
রোজ রেতে উঠি কেন মিঠি মিঠি হাসে ?
মিঠি মিঠি হাসে আর মিটি মিটি চায়
কে জানে কিসের তরে গগনের গায় !
নিশি নিশি সেই হাসি, আর সেই ভাব
না চাই দেখিতে আমি, দেখে কিবা লাভ ?
দূর থেকে দেয় খালি আঁখির ইশারা
চেয়ে থাকে তারা যেন পাগলের পারা।
গগনে কেবল অগণ্য নয়ন হাসে,
জোনাকির জাল যেন ঝুলিছে আকাশে !
বিনা অঙ্গে দেখি খালি নয়নের রঙ্গ
দেবরাজ দেহ হবে, দেখিয়ে আতঙ্গ !
অবনীর তারা সদা দেখিবারে পাই
আকাশের তারা আমি দেখিতে না চাই
অবনীর তারা আহা ! ধরে কত গুণ
সে তারকা পানে চেয়ে কবি হয় খুন।
সুন্দরী ললাট তলে কিবা তারা জ্বলে,
সতত নবীন ভাব, কে জানে কি বলে
আকাশের তারা কই জানে না কাঁদিতে
শুধু হাসি পারে কি রে পরাণ বাঁধিতে ?

নরের পরাণ যবে শোকেতে আকুল,
গগনের তারা তবু হাসে কুলকুল।
প্রেমপূর্ণ কামিনীর দেখি আঁখি দুটী
মন প্রাণ সবি হায়! লয় তারা লুটি।
গগনের প্রেমশূন্য তারা পানে চাই
খালি হাসি! ও হাসির মুখে দিই ছাই
সুন্দরী নয়ন কভু করে ছল ছল
কভু হাসে, কভু কাঁদে, সতত চঞ্চল।
অনুরাগে কভু ভরা করে ঢল ঢল,
কভু বা কুটিল আঁখি, কভু বা সরল!
সে নয়ন তারা হেরি, জ্ঞানহারা হই
দিবানিশি তারি পানে, আহা! চেয়ে রই!
আকাশের তারাগুলা যদি নিবে যায়
তাতে কার ক্ষতি হবে! বল না আমায়!
অবনীর তারা সব নিবে যদি যায়
মরিবে পুরুষ সব, কে বাঁচাবে, হায়!
আকাশের তারা কোণে দেখেছি কাজল,
কাল মেঘকণা, ছি ছি কেবলি ত জল।
নারী আঁখি কোণে কিবা কাজলের রেখা
মাতায় পুরুষপ্রাণ, যেই দেয় দেখা।
নারী আঁখিতারা হেরে কবি ত উন্মাদ,
হেরিতে গগনতারা হয় কি রে সাধ?

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যত নীরস পাষাণ
দেখুক গগনতারা, যত চায় প্রাণ।
আকাশের তারা গুণে হোক্ তারা কাণা,
নীরস নরেরে আমি নাহি করি মানা।
এই একগুণ, আকাশ অবনী তারা
এ দুয়েরি পানে চেয়ে হই দিশে হারা
নাবিকেরা হয় ওই সমুদ্রের পার
ধ্রুবতারা দিকে দৃষ্টি রাখি অনিবার।
সংসারসাগর পার হয় নরগণ
অবনীর তারা হেরি নারীর নয়ন!
গগনের তারাগণ দিনেতে লুকায়,
অবনীর তারাগুলি রেতে দিনে চায়।
গগনের তারা শুধু নিশিতে উদয়
অবনীর তারা হের সকল সময়।
চাই না গগনতারা, গগনের চাঁদে
অবনীর তারা তরে কবিপ্রাণ কাঁদে!
অবনীর ফুল ঝ'রে যায় কি আকাশে?
হারায়ে সুবাস তাই, শুষ্ক হাসি হাসে!
নির্গুণ গগনতারা নাহি গুণ গন্ধ
অবনীর তারা হেরে, হই আমি অন্ধ।

রহস্য।

আর হেস না আর হেস না ঢের হোয়েছে
প্রাণ যায় যায়, একটু বাকি আর র'য়েছে।
হাসি দেখে মরি আমি, প্রাণ ত উড়ে গিয়েছে
মন প্রাণ সবি মোর, হাসি কেড়ে নিয়েছে।
কোথা পেলে এই হাসি, কে এ হাসি দিয়েছে
এ হাসির গুণরাশি, কোন্ কবি গেয়েছে ?

রবি। (ছড়া)

রব্‌কা বড় ডব্‌কা ছেলে, সব্‌কা পিয়ার
দেখিনিকো দুনিয়াতে এমন ইয়ার।
ভালবাসা ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যায়,
রবি নাকি বড় কবি, বেশ নাকি গায়?
উকি ঝুঁকি মারে নাকি দেখে ঝোপে ঝাপে
"রবির" প্রতাপ দেখে হেম"চন্দ্র" কাঁপে!
মজালে রমণীকুল, ডোবালে যুবক,
রবির কবিতা পড়ে সকলেরি শক্।
রবির রহস্য প'ড়ে হাস্য পায় ভারি,
পাগল ক'রেছে যত বঙ্গ নরনারী।
চাঁদেতে পাগল করে, এই আমি জানি
"রবির পাগল" এই প্রথমেতে শুনি।
চিরকাল বেঁচে থাক, তুমি রবি খুড়ো,
হাসিবে, হাসাবে সবে হ'ও না ক বুড়ো।
তোমার রঙ্গের গানে বঙ্গ গেছে ভেসে,
সেই ভয়ে বঙ্গছাড়া এসেছি বিদেশে।
এই খানে ইতি করি শিবরাতি আজ
গীতিকাব্যে র'বে নাম, তব 'রসরাজ'।

———

সাময়িক ঐতিহাসিক কবিতাসমূহ।

নর্ম্মদা নদী।

অমরকণ্টেতে(১) উৎপত্তি তোমার নর্ম্মদে !
ভেদি পর্ব্বত পাহাড়, প্রবেশ(২) সমুদ্রে
অমরকণ্টেতে জন্মি, যাও আরব সাগর,
স্বরগ তেয়াগি কেন বর্ব্বরের ঘর ?
বিন্ধ্যাচল-পদতলে মৃদু মৃদু গতি
নর্ম্মদা পুরাণে ব্যক্ত, তোমার মহতী।
ভেড়া ঘাটে ধূঁয়াধার,(৩) সৌন্দর্য্য আধার
ভুলিতে কি পারে কেহ, দেখি একবার ?
উচ্চ হ'তে এসে নাচে, বারি হয় চূর,
শ্বেতস্বচ্ছ-ফেণরাশি প্রভূত প্রচুর।
হের শ্বেত মরমরের প্রাচীর দু'ধারি
পূর্ণিমাতে কিবা শোভা, যাই বলিহারি।
মধ্যে নীলনরমদা, যেন কাটা খাল,
এই স্থির-নীরনদী বর্ষাতে ভয়াল।
ওই শ্বেত মরমরে, হের হস্তীপদ
লোকে বলে গিয়াছিল চ'লে ঐরাবৎ।

---

(১) অমরকণ্টক, জিলা মাণ্ডলা মধ্যপ্রদেশ।
(২) ক্রিয়া, প্রবেশ কর।
(৩) জব্বলপুর হইতে ২ ক্রোশ দূরে Marble Rocks, সেইখানেই ভেড়াঘাট ও জলপ্রপাত (জলপ্রপাতের নাম ধূঁয়াধার)।

স্বভাব খোদিত সর্প, পর্ব্বত উপর
লোকে বলে শেষনাগ(১) ক'রেছিল ঘর।
দেশ দেশান্তর হ'তে কত শত নর,
দেখিতে সে সব শোভা আসে নিরন্তর।
কিছু দূরে দেখা যায় মদন-মহল
পাহাড় উপরে যেন দেবতার স্থল।
আরো দূরে ওই দেখ চৌষট্টি যোগিনী,
প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি, স্থপতির মণি!
যবনের অত্যাচারে, কাটা নাক কাণ,
না জানি যবন-হৃদি' কেমন পাষাণ!
প্রস্তরের মূর্ত্তিপরে তরবারি ঘাত,
সেই পাপে রাজ্য গেল, গেল অধঃপাত।
সাধে কি গো হিন্দু লোক দেয় দেবী নাম,
জন্মভূমি অমরকণ্ঠ, অমরধাম।
কঙ্কর শঙ্কর(২) সব, যে নদীরকূলে
প্রবাহিতা যেই নদী ওঙ্কারের (৩) মূলে:
অদ্ভুত ক্ষমতা যার দেখেছি প্রমাণ,
যার বারি অস্থি আদি করয়ে পাষাণ।

(১) বাসুকী।
(২) প্রসিদ্ধি আছে, নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ প্রত্যেক কঙ্কর এক এব মহাদেব।
(৩) ওঁকারমান্ধাতা।

এ যদি না হয় দেবী, দেবী বল কারে ?
লক্ষ লক্ষ লোক পরিক্রম (১) করে যারে।
শত শত সন্ন্যাসীরা করে যার সেবা
সন্ধ্যাকালে শুন ধ্বনি ঘাটে ঘাটে "রেবা" (২)।
ভারত দুভাগ ক'রে, ধাইছে এ নদী,
কে দেখিবি আয় তোরা ভাগ্যে থাকে যদি।
দেখিবি বর্ম্মান (৩) মেলা আর বান্দরবন (৪)
শুনিবি অনেক কথা অতি পুরাতন।
মান্ধাতার কথা শুনেছিস্ বঙ্গদেশে
মান্ধাতার গড়, মান্ধাতা-মূরতি (৫) দেখ্ এসে।
কবির কল্পনা যেন র'য়েছে প্রকাশ,
সাধ হয় এই স্থানে থাকি বার মাস।
নর্ম্মদা কাবেরী (৬) ঘিরে চৌদিকে রেখেছে,
এমন সুন্দর স্থান, কে কোথা দেখেছে ?
পাহাড় উপরে দ্বীপ, শোভায় অতুল,
পদতলে বারিরাশি করে কুল কুল।

(১) নর্ম্মদা পরিক্রমে পুণ্য হয়।

(২) নর্ম্মদার অপর একটী নাম "রেবা"।

(৩) নরসিংহপুর জিলায়।

(৪) বান্দরবন এখন বান্দ্রাভান নামে খ্যাত, হোসঙ্গাবাদ জিলাতে।

(৫) ওঁকারমান্ধাতা মন্দিরে ওঙ্কারেশ্বর শিব, তাহারই পার্শ্বে মান্ধাতামূর্ত্তি।

(৬) বঙ্গদেশে সকলে যে নদীকে কাবেরী বলিয়া জানে, সে কাবেরী নয়।

ওঙ্কার মন্দির, দ্বীপে হয় প্রতিষ্ঠিত
অতি পুরাতন পুরী হয় ত নিশ্চিত।
রাজ অট্টালিকা এক নির্ম্মল ধবল,
এ পার হইতে দেখ, যেন সপ্ততল;
স্তরে স্তরে প্রস্তরের এমনি নির্ম্মাণ,
এক তলা অট্টালিকা, সাত তলা ভাণ।
কিছু দূরে দেখ গিয়ে কেমন কানন
প্রস্তরের হস্তী অশ্ব, বিচিত্র গঠন।
সেখানে আছয়ে এক পাথর মুকুর,
তাতে যদি দেখ মুখ, আনন্দ প্রচুর।
পূর্ব্বজন্মে পশু পক্ষী যেই প্রাণী ছিলে
দেখিবে সে মুখ, এই মুকুরে দেখিলে।
তীর্থ স্থানে বানরের বড়ই প্রভুত্ব
নিঃসংশয় ডারুইন ব'লে ছিল সত্য।
নতুবা কি হিন্দু করে বাঁদরে আদর ?
নর বানরের ভেদ, অতি সূক্ষ্মতর।
কত শত তীর্থ স্থান, এই নদী তীরে
বিন্ধ্যাচল তলে গতি, অতি ধীরে ধীরে।

সূর্য্য গ্রহণ।

২২শে জানুয়ারি, ১৮৯৮ শ্যাডোল Shadol.

অমাবস্যা দ্বিপ্রহরে, দশ মাঘ শনিচরে,
রবির হইবে আজি পূরণ গ্রহণ,
দেখ কত জ্যোতির্ব্বিদ্, মহা মহা সুপণ্ডিত
এসেছে ভারতে তাই করিতে দর্শন।
ত্যজি সবে ইউরোপ, টেলেস্কোপ, স্পেক্ট্রোস্কোপ
সঙ্গে ল'য়ে, স্থানে স্থানে আজি উপনীত,
বিজ[illegible]লকিয়ার, হেথা ক্রিষ্টি টরনার
এসেছে শাদলে (১) দেখ স্বদল সহিত।
আজিকার দ্বিপ্রহরে, দেখো সবে রবিকরে
রবিকরে শশীকরে, রবে না প্রভেদ,
ক্রমে হবে পূর্ণ গ্রাস, দেখে সবে পাবে ত্রাস
চল যাই, না দেখিলে মনে রবে খেদ।
রিমারাজ্যে সহডোল, (২) লেগে গেছে মহাগোল
সকলের হাতে দেখ কাঁচ ধূঁয়ামাখা,
এসেছে রিমার রাজা, সাজা রে শহর সাজা,
এসেছে জ্যোতিষরাজ, যায় তাঁবু দেখা।

---

(১) শ্যাডোল, (Shadol.)
(২) শ্যাডোল।

সবে যন্ত্র করে ঠিক্, সূর্য্যপানে রেখে দিক্ (১)
ধূম্রকাচ চক্ষুপরে, চায় থাকি থাকি।
ওই গেল বেজে বার, বিলম্ব নাহিক আর,
লাগিবে গ্রহণ আর বেশী নাই বাকি।

দেখিতে দেখিতে, এ কি আচম্বিতে,
লাগিল গ্রহণ, দেখ রবি ক্ষয় পায়,
গম্ভীর প্রকৃতি, রুদ্ধ বায়ুগতি,
সশঙ্ক সকল জীব স্তব্ধ হয়ে চায়।
আসিল প্রলয়, হেন মনে ভয়,
অথবা শমন বুঝি করে সব গ্রাস,
হাসে না বালক, হাসে না যুবক,
পশু পক্ষী মানবের হৃদয়েতে ত্রাস।
প্রখর সে ভানু, তেজশূন্য তনু
হনু-কক্ষে ভানু বুঝি আবার লুকায়;
শশীপ্রায় রবি, কি সুন্দর ছবি
সশঙ্কিত, কলঙ্কিত, কালিমাখা গায়।
রবির কাঁদনি, চাঁদের চাঁদনী
দ্বিপ্রহর দিনে দেখি, এ কি চোকে ধাঁধা,

(১) দিক্—দিশা, অভিমুখ (Direction) অথবা চক্ষু। দৃকের অপভাষা।

কিছুকাল থাকি, গেল রবি ঢাকি
ডুবিল দুনিয়া ওই, সব হ'ল আঁধা !
উড়িল গগনে, পাখী, নীড়পানে
পশুপক্ষী কলরব, হ'ল সন্ধ্যাকাল,
যত গোরু গোঠে, ঘরপানে ছোটে
পারে না ফিরাতে, ডাকিয়ে রাখাল।

দেখিতে দেখিতে, এ কি আচম্বিতে
মূহুর্ত্তে রজনী শেষ, প্রাতঃকাল হ'ল,
এ কি অসম্ভব, কুক্কুটের রব
নীড় ছাড়ি উড়ে যত খেচরের দল।

খরতর রবি, প্রকাশিল ছবি
ভেল্কী হ'ল শেষ, এ কি স্বভাবের খেলা,
জাগ্রত দশায়, স্বপনের প্রায়
দেখিনু আশ্চর্য্য এ কি দুপুরের বেলা।

গ্রীস।

এই কি ইউরোপ যারে সভ্য ব'লে গণি
এই কি ইউনান, সেই সভ্যতার খনি ?
এই কি ইংরাজ, ভাল বাসে স্বাধীনতা ?
তা হ'লে গ্রীসের হ'ত এত কি দীনতা ?
এই কি রুসিয়া, হায় ! ইসায়ের আশা ?
বসিয়া রুসিয়া দেখে গ্রীসের তামাসা !
কোথা সেই বীর কবি বাইরণ আজ
নির্লজ্জ ইংরাজ এবে মনে নাহি লাজ ?
নাহি কি রে কৃতজ্ঞতা ইউরোপে আর ?
থাকে যদি খোল্ তবে আজি তরবার।
কোথা রে গিরিশ তোর আগের গরিমা ?
কোথা সে বীরত্ব যার নাহি ছিল সীমা ?
এই দেশে আছে কি রে আজও থার্মাপলী
এই দেশে জন্মে ছিল মহা মহা বলী ?
কোথা সেই বীরাঙ্গনা বীরের রমণী
পুত্ত্রকে পাঠাত রণে বলি এই বাণী

"জয়ী হ'য়ে এস ঘরে দেখিব বদন
নতুবা দেখিব শব, ওরে বাছাধন!"
কোথা সেই স্পার্টানেরা মহাবীরগণ,
সম্মুখসংগ্রাম ছিল জীবনের পণ,
সেই ত গিরিশ আছে, সকলি ত সেই
গিরিশে মানুষ কিন্তু বেঁচে আর নেই।
ছি ছি! আজ ইউরোপের এত অপমান
খৃষ্টজনে হারাইল, ধৃষ্ট মুসলমান।
কিসের কৈশর(১) তোর এত অভিমান
ভগিনী যে ভাগ্যহীনা, কাঁদে না রে প্রাণ?
কিরীটেতে দেখ রং, বড় বড় ভণ্ড
ইতালী অষ্ট্রিয়া রুষ, ফরাসি ইংলণ্ড।
পঞ্চ মহাবল মিশে করে কোলাহল,
সুলতান হামিদ হোথা হাসে খল খল।
জারমানেরা জানোয়ার, নাহি দিই দোষ,
কি করে ইংরেজ রুষ হায় রে! আফ্‌শোষ।
কবে হবে ক্রীট পরে গ্রীস অধিকার
পঞ্চভূত মিশে, মিছে বসিয়ে বেকার।
নির্বীজ গিরিশ আজ নির্জীব কাঁদিছে,
ইউরোপের কৃতজ্ঞতা, কথামাত্র, মিছে।

(১) জর্ম্মণির বাদসাহ।

কেমনে থাকিতে পারি, নাহি দিয়ে গালি,
বল্ রে সুসভ্য ফ্রান্স, বল্ রে ইতালি ?
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান তরে, কার কাছে ঋণী ?
মনে আছে কোন্ দেশ উরোপের মণি ?
তোমাদের মাতৃভাষা কার কাছে পেলে
অবজ্ঞা করিছ ছি ছি ! গ্রীসে অবহেলে ?
ভুলিছ কেমনে বল, প্লেতো সক্রেতিসে ?
তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি হ'ল এত কিসে ?
গ্লাড্ষ্টোনে সমাদরে, যতেক ইংরাজ,
ডিমস্থিনিশে বুঝি ভুলে গেছে আজ।
মাতৃসমা মান্যা গ্রীসে ভুল না ভুল না
জ্ঞান রত্নে গিরিশের ছিল না তুলনা।
দীনা হীনা বৃদ্ধা মাতা ঘৃণাযোগ্যা নয়,
যবনের হস্তে মাতা কত কষ্ট সয়।
তোদের গৌরব গ্রীসের সৌরভ এখনও ছুটিছে,
এ হেন রতনে আজ যবনে লুঠিছে !
হ'য়ে অগ্রসর সবে খেদাও তুরকে
গিরিশ-গৌরব কি রে বুঝিবে মূরখে ?
প্রকাশ প্রভূত বল, দোর্দণ্ড প্রতাপে,
কুস্তুনতুনিয়া যেন থর থর কাঁপে !
তুরবল গিরিশের রাখ রাখ মান
দেখুক সকলে খ্রীষ্টানেরা কত বলবান।

সভ্যতা বিদ্যার আজি দেও পরিচয়
বলুক সকলে খ্রীষ্ট ইউরোপের জয়!
দুর্ব্বল দলিতে, হায়! সকলেই পারে
নির্জীবে জীবন দেয়, বলী বলি তারে।

চীন।

হায় রে চীন! এখন প্রাচীন
ভারত সমান দশা তোমারো কি হবে?
হ'য়ে পরাধীন, রবে চির দিন
পরের দাসত্ব বহিতে জীবন যাবে!
নয়নেতে জল, ববে অবিরল
কে মুছাবে বল, মনোদুখ মনে রবে,
সদা সশঙ্কিত, সদা সঙ্কুচিত
জীবন যাতনা, হায়! কাঁদিবে নীরবে।
সামান্য জাপান, ক'রে অপমান
লইল ফর্মোজা আর মুদ্রা কত ক্রোর
কে জানিত বল, তুমি যে দুর্ব্বল
জেনেছে সকল, বুঝেছে আপন জোর।
জর্ম্মাণি সম্রাট্, লাগালে বিভ্রাট,
সদর্পে সগর্ব্বে দেখ কেচু নিলে কেড়ে,
জেনো ও রে চীন, হায়! সেই দিন,
চিরকাল তব ভাগ্যলক্ষ্মী গেল ছেড়ে।
তবে ত রুশিয়া, রাগেতে রুষিয়া
জাপাযুদ্ধে আগে ক'রেছিল উপকার,

লইল চাহিয়া, আসিল ধাইয়া
আর্থর বন্দর ক'রে নিল অধিকার।
তখন ইংরাজ, সাধে নিজ কাজ
হঙকঙের আশপাশ লইল চাহিয়া,
পাও সবে শিক্ষা, বলী মাগে ভিক্ষা
কেমনে বাঁচিবে চীন ভিক্ষা নাহি দিয়া?
জোরে ভিক্ষা লয়, মিষ্ট কথা কয়
নাহি দিলে ভিক্ষা, হায়! হবে সর্ব্বনাশ,
ছি ছি! তোর কাজ, এই কি ইংরাজ
এই কি তোমার কাজ, জার নিকোলাশ?
ইতিহাসে কয়, মিথ্যা কভু নয়
ইংরাজের রাজ্যে সূর্য্য অস্ত নাহি যায়,
ইউরোপ এসিয়া, বিস্তৃত রুশিয়া
তবে কেন পরধন নিতে মন চায়?
নাহিক অভাব, তবে কি স্বভাব?
অনুচিত কাজ ক'রেছে জার্মণি
যদি ও হে পার, তাহারে নিবার
ধর তরবার্ ধর দুজনে এখনি।
ইংলণ্ড রুশিয়া; পালাবে প্রুসিয়া,
তোমরা মিলিলে, মিলিবে ফরাসী।
অতি দীনহীনে, রাখ রাখ চীনে
মহাবলী তিনে, বিক্রম প্রকাশি।

রুশিয়া প্রুসিয়া, দুজনে মিশিয়া
ক'রে থাকে যদি এই অত্যাচার
নৃসিংহ-বিক্রম ! তাহারে আক্রম
পোতরণে তব সনে, সাধ্য আছে কার ?
দেহ খণ্ড খণ্ড, চীন লণ্ড ভণ্ড
প্রাচীন হইলে বল কারো নাহি রয়
উন্মত্ত যৌবন, যে জন যখন
ধর্ম্ম উপদেশ সব লাগে বিষময়।

স্পেন।

কোথায় সে দিন, হায়! কালের মহিমা.
যবে তব বৈভবের নাহি ছিল সীমা ?
তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে, এই স্পেন দেশ
আক্রমিতে ইংলণ্ড, ধরে রণবেশ।
স্প্যানিশ আরমেডা, স্পেনের গৌরব
গিয়াছিল সমরে, কোথায় সে সব।
প্রতিকূল প্রকৃতি, তখনি উঠায় ঝড়ে
ভেঙ্গে চুরে রণতরী, উত্তরেতে উড়ে।
বীরত্ব বিক্রম সত্য, আজো স্পেনে আছে,
তবে কেন পরাভূত আমেরিকা কাছে ?
নাহি সে বিপুল ধন, নাহিক উন্নতি,
এত দিনে স্পেন তোর, হ'ল অধোগতি।
গেল কুবা পোর্টোরিকো, যাবে কি লুজন ?
রণজয়ী শত্রু কভু, হয় কি সুজন ?
মেন নামে রণপোত উড়িল যে দিন
সেই দিন জানিলাম, স্পেন ভাগ্যহীন!
না উড়িত রণপোত, না হ'ত এ রণ
সবি জেনো, স্পেন! এ যে বিধি বিড়ম্বন!

শুনিয়ে বিদরে বুক, জেনেরল টোরল
স্বীকারিল অধীনতা, আঁখি ছল ছল।
বীর ব্ল্যাঙ্কো সেনাপতি, সহ লক্ষ সেনা
বিনাযুদ্ধে পরাভব কভু মানিল না।
মানিলা (১) মানিলা হার, না দেখে উপায়
কি করিবে অনাহারে নৈলে প্রাণ যায়।
সারভেরা নাবিকের শিরোমণি হ'য়ে
স্যাণ্টিয়াগো বন্দরেতে হায়! বদ্ধ র'য়ে
শেষে কেন বাহিরিল, ল'য়ে রণতরী
কি দুর্দশা এ বয়সে আহা! মরি মরি।
স্পানিয়ার্ড কভু মরিতে করে না ভয়
আমেরিকা-সমরেতে দিল পরিচয়।
রণজয়ে উন্মত্ত আমেরিকা আজ,
স্পেন আজ মৃতপ্রায় কি বিষম লাজ!
মণিহারা ফণী স্পেন, বাঁচিবে ক'দিন?
মহা অভিমানী, তায় হ'য়েছে প্রাচীন।
হারাইলা কুবাদ্বীপ, আণ্টিলিষ-মণি
বিনা মেঘে শিরে পাত হইল অশনি!
দুই শত বর্ষ হ'তে ছিল অধিকারী
কেন এ অন্যায় যুদ্ধ বুঝিতে না পারি।

(১) Manila (কিউবা দ্বীপে)।

রাজা প্রজা যুদ্ধ মাঝে আমেরিকা আসে
ঘোর কলি মানবের ন্যায়-জ্ঞান নাশে!
স্পেন দেশ হ'ত যদি আজ বলবান
তা হ'ল কি অকারণে এত অপমান?
ন্যায়যুদ্ধ নাই আর. জানিলাম সার
আমেরিকা করিলেক ঘোর অত্যাচার।
উরোপেতে আছে কত বড় বড় দেশ
অসহায় স্পেন, হায়! হ'ল বুঝি শেষ।
হতাশ হইল আজ, হায়! হিস্পানিয়া!
লাজে অভিমানে আহা! বিদরিল হিয়া।
আমেরিকা সত্যপ্রিয় সকলে জানিত
ইংরাজ-জাতীয় জেনে সকলে মানিত।
রটিল কলঙ্ক ছি ছি! ঘুচিল সুনাম
হতভাগ্য স্পেন হায়! বিধি হ'ল বাম!
হারিবে জানিয়ে তবু করিল এ রণ
দেখাতে বীরত্ব আর হিস্পানিয়া-পণ।
ইতিহাসে রবে নাম, গাবে কবি যশ
অসীম বীরত্ব তব, অসীম সাহস!
জেনো স্পেন! এ সংসারে অস্থায়ী সকল
তাই ভেবে পার যদি, মুছ আঁখি জল।

দুর্ভিক্ষ।

(১৮৯৬-৯৭।)

ওই শুন ওই শুন শব্দ হাহাকার :
দাও অন্ন, দাও অন্ন, বলে বার বার !
পথে পথে কাঙ্গালীরা কাঁদে অন্ন তরে
হাজার হাজার নর অন্ন বিনা মরে।
গলা গেছে ভেঙ্গে, কাঁদিতে পারে না আর
দারুণ দুর্ভিক্ষ হায় ! দোষ দিব কার ?
গায়ে হাড় যায় গোণা, পারে না চলিতে
গলা গেছে ভেঙ্গে; আর পারে না বলিতে।
"এক ফোয়া রোটী" ব'লে কাঁদিছে পশ্চিমে
তাদের দুখের আর নাহি দেখি সীমে।
হাত পা সরু সরু, পেট ফুলে ঢাক
দেশে দেশে শুন ওই দরিদ্রের ডাক।
ঘরের বাহির যারা কখনো হয়নি
ক্ষুধার বিষম জ্বালা, জীবনে সয়নি,
মুষ্টিভিক্ষা তরে আজ ফিরে দ্বারে দ্বারে !
বিধাতার বিড়ম্বনা, দোষ দিব কারে ?
শুনি ওই আর্ত্তনাদ, হৃদি ফেটে যায়
অনাহারে মরে সবে, কে দেখিবে কায় ?

দক্ষিণে মান্দ্রাজ বম্বে, পূরবে বেহার
কোশলে কুশল নাই, খালি হাহাকার !
উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যদেশে,
লক্ষ লক্ষ মরিতেছে, ঘোর অন্নক্লেশে।
পাহাড়েতে গোঁড়, ভিল আর সাঁওতাল,
অনাহারে ম'রে আছে, যেন পঙ্গপাল।
ধন্য ম্যাগ্‌ডোনেল, ধন্য রে ইংরাজ !
প্রাণপণ ক'রে দেখালে রাজার কাজ !
অনেক ইংরেজ ক'রেছে শ্রম, পেয়েছে যশ,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি, করিলে পশ্চিম বশ।
না ভুলিবে কভু, ভারত তোমার গুণ
দুর্ভিক্ষসমরে যোদ্ধা, তুমি হে নিপুণ।
ইংরাজ রাজত্বে আছে বহুতর সুখ
বাড়ে দিনে দিনে দেখি, দরিদ্রতা দুখ।
দরিদ্রতা মহাদোষ সর্ব্বগুণ নাশে
সর্ব্বসুখ পেয়ে প্রজা দুখনীরে ভাসে।
কর হে উপায়, যাতে এ দোষ না রয়
রাজ্য তবে হবে স্থায়ী, জেনো হে নিশ্চয়।
প্রজা হ'লে সুখী, রাজ্য রবে হে অটল,
তাই বলি, দরিদ্রের মুছ আঁখিজল।

ভূমিকম্প।

১২ই জুন, ১৮৯৭, শনিবার।

আসামের ভূমিকম্প বর্ণনার বিস্তৃত বিবরণ আসাম গেজেট হইতে লইয়াছি। ১৮৯৭। ২১শে আগষ্ট তারিখের গেজেট দেখুন। ভূমিকম্পের বিষয়, গারোদের কুসংস্কার, ঐ গেজেট হইতেই উদ্ধৃত।

নাচিছে কল্‌কাতা কালী, দিয়ে লজ্জা জলাঞ্জলি
অঙ্গ বঙ্গ একাকার, হ'ল সর্ব্বনাশ,
ভীষণ ভ্রূকুটী উহু! কাঁপে ধরা মূহুর্মুহু
করালকালী বা বুঝি করে সব গ্রাস।
ধেই ধেই নাচে কালী, দিয়ে দুস্ট করতালি
ম'ল বুঝি শিবে (১) প'ড়ে পদতলে,
চার মিনিটের নাচে, শিবে আছে কি না আছে
কি কব অশিব বার্ত্তা, নৃত্য বক্ষঃস্থলে!
দুম্ দুম্ পড়ে বাড়ী গড়াগড়ি যায় গাড়ী
কাঁপে কোর্ট (২) ফাটে ফোর্ট, চৌরঙ্গী চমকে!
কোন বাড়ী ভাঙ্গা চূঁড়া, কোন বাড়ী হ'ল গুঁড়া
দোতালা তেতালা ফাটে কাঁপনি ধমকে!
কামাখ্যার কালী আজ, সেজেছে সমর সাজ
নাহি দৈত্য দলিবার, কাহারে দলিতে?
দরিদ্রেরে দলিবারে, কালী আজ হুহুঙ্কারে
কালিকার একিকার, (৩) দেখি ঘোর কলিতে!

(১) ক্ষেপা। (২) হাইকোর্ট। (৩) কার—কার্য্য।

ভীষণ ভৈরবী নাচে, কেউ বাঁচে কি না বাঁচে
পাপ ভরা ধরা বুঝি, যায় রসাতল,
গোলাঘাট জোড়হাটা, ফেটে আজ ফুটীফাটা
শিলংপ্রাসাদ সব করে টলমল !
মূহুর্ত্তেতে ধরাশায়ী, এই ছিল, এই নাই
আজ ত আসামে দেখি বিষম বিপদ,
একি রে কালীর রঙ্গ, ভবে ভবানী ভ্রূভঙ্গ
স্মরিছে হিন্দুরা সেই কালিকার পদ।
থর থর কাঁপে ধরা ধরা যেন আজ সরা
কাঁপে ধরাধর আজ হইয়া অধীর,
ধক্ ধক্ কাঁপে হিয়া, কাঁপে জন্তিয়া খসিয়া
পড়িছে খসিয়া খেদে, ধসিয়া শরীর !
কাঁপে কামাখ্যা মন্দির থাকিতে না পারে স্থির
কোথা হ'তে এল পুনঃ এ কালাপাহাড়,
ছিল মন্দির শিরষি এক সোণার কলসী
ভাঙ্গিয়া পড়িল ভূমে, খাইয়া আছাড়।
হায় ! কেমনে বিবরি, ভাঙ্গিল ভুবনেশ্বরী
ভাঙ্গিল মন্দির কত, কোপে কালিকার,
গারো পাহাড়ের গারো, নিস্তার নাহিক কারো
কত যে মরিল হায় ! সংখ্যা নাহি তার।
ময়ূরদ্বীপেতে স্থিত, উমানন্দা নামে খ্যাত
ভাঙ্গিল মন্দির, গড়গণ্যের গৌরব

অশ্বাকলন্তা প’ড়ি, ওই যায় গড়াগড়ি
ভূগর্ব্ভ হইতে নির্গত ভীষণ রব!
শিবসাগর সহরে, ত্রাসে সকলে শিহরে
সকলি অশিব আজ, শিব শক্তিহীন,
মহাকালী মহেশ্বরী মহাকাল মূর্ত্তি ধরি
বিনাশিবে বিশ্ব বুঝি, হায় রে দুর্দ্দিন!
তেজপুর মণিপুর, ভেঙ্গে হ’ল চুর চুর
লক্ষ্মীপুর হ’তে আজ লক্ষ্মী গেল ছেড়ে,
শ্রীহট্টের নাহি শ্রী, বিকৃত বিবর্ণ বিশ্রী
জলে জলময়, নদ নদী গেছে বেড়ে।
পূর্ব্বে যেথা ছিল জল, আজ সেথা পাবে স্থল
আসামে বিষম সব, আজ চেনা ভার
ভূগর্ব্ভ হইতে ছুটে, উঠিছে ফোয়ারা ফুটে
দেখ! স্বভাবের আজ বিষম বাহার!
কোথা বারি, কোথা বালি, কোথা কাষ্ঠ, কোথা কালি,
উঠিছে, ছুটিছে ভূকম্পের প্রস্রবণ!
ছিল যত জলাশয়, হইয়াছে বালুময়
নাহি আর বারিলেশ, আশ্চর্য্য ঘটন।
দেখ ব্রহ্মপুত্র নদ আনন্দেতে গদগদ
গৌহাটীর কাছে আজ সপ্ত ফুট স্ফীত,
সুর্ম্মা, মনু, কুশিয়ারা বিশাল সমুদ্রপারা
প্রকৃতির খেলা দেখে মানব বিস্মিত!

হিরাজান নদীনীর ছিল ছ'হাত গভীর
ভূকম্পের পর, হ'ল মাত্র দুই হাত
কোন নদী উন্মুমতি ত্যজিয়া পূর্ব্বের গতি
ছুটেছে পাগল প্রায়, একি রে উৎপাৎ!
পথ ঘাট নাহি আর, রেল রোড্ চূরমার
কোথা রেল নুয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে তার,
ভেঙ্গেছে নদীর পাড়, দেশ হ'য়েছে উজাড়
বর্ণিতে দেশের দশা, কবি মানে হার।
বাড়ী হাজার হাজার, প'ড়ে আছে দুই ধার
দানবদলিত দেশ, সব ভূমিসাৎ
শত শত নর নারী, প'ড়ে আছে সারি সারি
থেকে থেকে কাঁপিতেছে, ধরা দিন রাত!
গরু ঘোড়া ঊর্দ্ধমুখে, দৌড়িতেছে চারিদিকে.
সবে যেন দিশেহারা, রক্ষা নাহি আর!
হায়! হায়! অঙ্গ বঙ্গ হ'ল ছারখার!!
দেখি এই দুর্বিপাক্ গারো হোয়েছে অবাক্
কাঠবিড়ালীর দোষ, মনে মনে ভাবে,
তারা অসভ্য অজ্ঞান, তারা জানে না বিজ্ঞান
বর্ব্বর গারোরে সত্য, কে বুঝাতে যাবে?
জানে গারো এই মনে, পৃথিবীর চারি কোণে
চার রজ্জু বাঁধা, এক রজ্জু গেছে কেটে

রক্ষাকর্ত্তা অন্ধদৈত্য, সে বুঝি হ'য়েছে মৃত
তাই আজ ধরা কাঁপে, আর যায় ফেটে !
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ক'রেছেন এই ক্রিয়া (১)
ভূকম্প হইলে শেষ, পাঠাবেন ঝড়,
গারো চারিদিকে চায়, হইয়ে পাগল প্রায়
পলাইছে চারিদিকে, মনে মহা ডর।
এ কি হোলো রে প্রলয় ভারতের হবে লয়
অঙ্গ বঙ্গে ভূমিকম্প, মহারাষ্ট্রে মহামারী
সোণার ভারতভূমি হবে বুঝি মরুভূমি
পাপভারে হায় ! অভাগা ভারত ভারি !
বিজ্ঞানের অভিমানী, যত সব ভূয়ো জ্ঞানী
ক'রেছে নির্ণয়, ভূগর্ব্ভে, প্রস্তর-স্তর
ব'সে যায় ইঞ্চি কত, কত শুনি মতামত
বৈজ্ঞানিক বিদ্বানেরা বকেন বিস্তর !
আমি বলি তা ত নয়, অবুঝে অমন কয়
অনাহারে জর জর ভারত সন্তান,
দেখিয়ে সন্তান দুখ, ফাটিছে মায়ের বুক
দুর্ভিক্ষ দারুণ দুঃখে মাতা কম্পমান !

(১) ক্রিয়া-শপথ।

মহামারী।

হায় কি হ'ল কি হ'ল, এই ছিল এই ম'ল
দেখিতে দেখিতে ম'ল নাহিক বেয়াজ, (১)
ইংরেজের বুদ্ধি বল, সকলি হ'ল বিফল
মুক্তকণ্ঠে বলি তবু, ধন্য রে ইংরাজ!
অল্প জ্বরের প্রকাশ, ফুলিল পেটের পাশ
সেই ফুলো ক্রমে ক্রমে বগলে উঠিল,
নাকে চোকে রক্ত ঝরে, রোগী ছট্ ফট্ করে
জীবনের আশা তার তখনি টুটিল।
পালা রে পালা রে সবে, এ রোগে কেহ না রবে
এ ত রোগ নয়, এ যে সাক্ষাৎ শমন,
ছাড়ে ঘর ছাড়ে বাড়ী যায় লোক গাড়ী গাড়ী
দাক্ষিণাত্যে দেখি নাই দুর্দ্দশা এমন!
এ হয় বিষম ব্যাধি, এর নাহিক ঔষধি
হঙকঙ হ'তে রোগ ভারতে আসিল,
দেখ, আসিয়া ভারতে, দুখ দেয় বিধিমতে
সহস্র সহস্র নরে নিমেষে নাশিল।
ও হে ইহারি কারণ র্যাণ্ড আর্ষ্টেরি মরণ
ইহারি কারণ তিলক জেলেতে যায়,

(১) বিলম্ব।

দেখ ইহারি কারণ, নাটুভায়ের শাসন
ইহারি কারণ লোক কত দুখ পায়!
হ'ল কত অর্থ ব্যয়, রোগের না শেষ হয়
হবে শুনি মহামারী সভা এইবার,
বেলগ্রাম ধারবার চেনা নাহি যায় আর
এ অসুর মহিশূরে করে মার মার।
লাগা রে আগুন ঘরে, ঘর দ্বার কার তরে?
পোড়া বম্বে, পোড়া পুনা, পোড়া রে সেতারা
সব হোক্ ছারখার ঘর বাড়ী কার আর?
পুনার পণ্ডিত হ'য়েছে পাগলপারা।
মোটা শোটা মারহাট্টা যারে দেখে কর ঠাট্টা
দেখিতে দেখিতে ওই পড়িল ভূতলে।
হৃষ্টপুষ্ট বলবান, ঠিক ভীমের সমান
দেখিতে দেখিতে ম'ল দেখ রে সকলে।
সন্ধ্যাতে সহস্র হোলি, স্তূপাকার বস্ত্র জ্বলি,
কেমন ক'রেছে আলো দেখ গলি গলি,
এ দিকে চিতার সার, চারিদিকে হাহাকার
বিপদে উন্মত্ত যত মারহাট্টামণ্ডলী।
কত হিন্দু মুসলমান, কত পারসী খ্রীষ্টান
মরিতেছে প্রতিদিন না যায় গণন,
বৃদ্ধ যুবা শিশু যত, মরিতেছে শত শত
হায় হায়! এ কি দেখি অকাল মরণ!

শুধুই মানুষ নয়, মরিছে মূষিকচয়
কোন্ পাপে মুষিকেরা মরে সমুদয়।
চূণকাম ঘরে ঘরে, আবর্জ্জনা দূর করে
বাড়ী ছেড়ে মানুষের মাঠে বাস হয়।
কত লোক জলন্দরে, মহামারী রোগে মরে
ক্রমে ক্রমে গেল রোগ হুসিয়ারপুরে,
শুনি শিখ মহাবলী, মহামারী যায় চলি
যুঝিতে শিখের সনে, তাই অত দূরে।
রেলে ডাক্তার পাহাড়া নাড়ী টিপিছে তাহারা
রোগীরে না যেতে দেয় অন্য কোন স্থানে।
কর কতই উপায় সবি বৃথা হ'ল হায়!
কিছুতেই মহামারী মানা নাহি মানে।
মহামারী করে যাত্রা, যাবে বলি কলিকাতা
বাঙ্গালীরা জর জর ম্যালেরিয়া বিষে,
বিষে বিষ হবে ক্ষয়, মহামারী পরাজয়,
সে দেশেতে মহামারী জয়ী হবে কিসে?
তবে দাক্ষিণাত্যে বাস, করিবে কি বার মাস
গরমে নরম আরশীতে বড় বাড়,
ছেড়ে আর সব দেশ, ভাল লেগেছে বিশেষ
দাক্ষিণাত্য দেশ আর পশ্চিমপাহাড় (১)।

---

(১) পশ্চিম ঘাট।

বুঝি করিবারে রাজ, শীঘ্র যাইবে মাদ্রাজ
মাদ্রাজেতে তাই প'ড়ে গেছে হুলস্থূল,
বাঁধিতেছে কত চালা, কার্ব্বলিক জালা জালা
রোগের নির্ণয় নাই এ সকলি ভুল।
এরা রোগের কারণ, ছি ছি! জানে না যখন
করে মিছে গোল "পরিষ্কার পরিষ্কার,"
বিসূচিকা কি বসন্ত, নাহি যার পায় অন্ত
"পরিষ্কার" মহামন্ত্র, মাত্র প্রতিকার।
না শুনিলে সেই কথা, নিগারের (১) নাই মাথা
মাথা আছে মাত্র, ডাক্তার ডাক্তার,
মুখেতে ব[illegible]লেন বটে, অনিশ্চিত বিদ্যা ঘটে
তবে কেন মনে মনে এত অহঙ্কার।
পরিষ্কার থাকা ভাল, জানে হিন্দু চিরকাল
তাই তারা প্রতিদিন ক'রে থাকে স্নান,
পুরাতন সভ্যজাতি মিছে ক'র না অখ্যাতি
ভেব না ভারতবাসী, নিতান্ত অজ্ঞান।
তোমরা সুসভ্য সত্য, প্রজা পালিতেছ নিত্য
সমরে মরিতে তোমরা কর না ভয়,
হিন্দু আমরা অজ্ঞান, জেনো চাই হে নির্ব্বাণ
আমাদের ক্ষুদ্রপ্রাণ মোহমায়াময়।

(১) কাল মানুষের।

আমাদের এত মায়া,　　　পিতা মাতা পুত্র জায়া
ত্যজি, চাই না বাঁচিতে নিমেষের তরে,
মনে রেখো হে ইংরাজ,　　　স্থায়ী হোক্ তব রাজ
আত্মীয় ত্যজিতে এরা আগেতেই মরে।
ত্যজি আত্মীয় স্বজন,　　　সন্ন্যাসীরা যায় বন
ভারত-গৃহস্থ হয় আত্মীয়-জীবন,
রাজার মহৎ উদ্দেশ্য,　　　আমি বলিব অবশ্য
প্রজা বাঁচাইতে করিতেছ প্রাণপণ।

বেষ্টিত আত্মীয় জনে,　　　ভাল, সে সুখ-মরণে
ত্যজি আত্মীয় স্বজন, জীবনে কি ফল ?
ভবে মরণ নিশ্চয়,　　　মরণে এত কি ভয় ?
পাওনি পরমজ্ঞান, বিজ্ঞান কেবল !

পোকা, কীট।

মাইক্রোব, (১) ব্যাসিলস্ (২)
পেলে দেখি মহা যশ
পোকার প্রভুত্ব হোলো দেখি ভারি,
ওলাউঠা ওলা দেবী
হ'ল এবে পোকাবীবী
জানে না বিজ্ঞানী বোকা, সংসার পোকারি!
পোকা রক্তে পোকা মাসে
পোকাপূর্ণ ঐ আকাশে,
পোকা ছাড়া জীব নাই, নাহি কোন স্থান,
পোকাপূর্ণ এ শরীরে
আরো পোকা চাই কি রে? (৩)
রোগের নির্ণয় হ'ল বাসিলি-বিজ্ঞান!
পোড়েছ অনেক পুঁথি
বাকি আছে পোকাপ্যাথি
আলোপ্যাথি, হুমোপ্যাথি, আর প্যাথি যত
টেরাপ্যাথি, হাড্রোপ্যাথি
ভিবোপ্যাথি, শিবোপ্যাথি
কেহ নয় কার্য্যকারী, পোকাপ্যাথি মত।

---

(১) Microbe. (২) Bacillus. (৩) পোকার টীকা inoculation.

সকল রোগের গোড়া
দেখি এক পোকা ছোঁড়া
ওলাউঠা রোগে দেখ, পোকা কাটে পেট,
ভোগো ম্যালেরিয়া জ্বরে
পোকা প্রবেশে উদরে
মহামারী রোগে ডাক্তারের মাথা হেঁট।
কীটের কমিটি হবে
মহামারী নাহি রবে
এইবার দাও সবে মহামারী টীকে,
যত সব গোরু নিজে
টিকে দেয় গরু বীজে
মহামারী পোকাজ্ঞান, বিজ্ঞানেতে শিখে!
হবে দুর্দ্দশা মশার
শুন ওহে বলি সার
মশামুখে ম্যালেরিয়া মানুষেতে পায়,
আমি কবি বিজ্ঞানিক
ব'লে দিই শুন ঠিক
মহামারী মহারোগে, নাহিক উপায়।
মাছা কেন যাবে বেঁচে
উড়ে উড়ে নেচে নেচে
খাদ্যে বসে, চক্ষে বসে, নানা রোগ আনে,

মশাপাখি মক্ষীপাখি
আমি এর পক্ষপাতী
আমার এ দিব্যজ্ঞান, কি বলে বিজ্ঞানে ?
আমি ক'রেছি নির্ণয়
আর নাহি কোন ভয়
ইঁদুরের লিম্ফে যাবে, রোগ মহামারী
দেখ হে ইঁদুর পুষে
কেন ইঁদুর মানুষে
এই রোগে ভোগে ? জেনো এ বিদ্যা আমারি
করি এই আবিষ্কার
পাব আমি পুরস্কার
নমস্কার করি আমি, মহামারী পায়,
আমি প'ড়েছি কেতাব
আমি পাইব খেতাব
এ রোগের মহৌষধি মূষিকের গায় !
যাবে গণেশবাহন
যত মারহাট্টাগণ
ছাড়িবে গণেশ পূজা, হবে অপমান,
কীটের কমিটি করবে কি ?
আমি হব এক এম্ ডি,
তাতে কার ক্ষতি কি ? কবির বাড়িবে মান।

গ্লাড্‌ষ্টো৷

ইংরাজের অগ্রগণ্য গ্লাড্‌ষ্টোন গত।
ধার্ম্মিকপ্রবর, সদা পরহিতে রত।
দৃঢ় দেহ, দৃঢ় মন, হৃদয় উদার,
তেমন মানব কিরে জনমিবে আর ?
মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত সর্ব্বগুণাধার,
তাই আজি ইংলণ্ডে এত হাহাকার!
দুখিত ইতালী গ্রীস, দুখী রুসজার
শুনিয়ে এ শোকবার্ত্তা, পাঠালেন তার।
ওই শুন শোকঘণ্টা সব গির্জাঘরে
বাজিছে গম্ভীর স্বরে, শহরে শহরে।
প্রার্থনা করিছে যত পাদরীর দল,
মরিল কি মিশনরি ? আঁখি ছল ছল।
খ্রীষ্টধর্ম্মে মহাভক্ত ছিল গ্লাড্‌ষ্টোন
তাই আজ পার্দারিরা করিছে রোদন।
যাচিছে ঈশ্বর পদে তাঁর মুক্তিদান,
জ'ন্মেছে কি ইংলণ্ডে, হেন ভাগ্যবান্ ?
ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পাদরীর সম
না ছিলেন গ্লাড্‌ষ্টোন কিছুতেই কম।

না হইয়ে মহামন্ত্রী, হোতেন পাদরী
অবশ্য মিলিত তাঁরে ক্যাণ্টরবেরী।
পেতেন পাদরী মাঝে সর্ব্ব উচ্চাসন
তাই আজ পাদ্‌রিরা করিছে রোদন।
পার্লামেণ্ট মহাসভা, দেখ বসিয়াছে
সর্ব্বোজ্জ্বল তারা তার, আজি খসিয়াছে
কারো মুখে নাহি কথা, সকলে বিষণ্ণ,
লিবারল ইনোনিষ্ট নহে আজ ভিন্ন।
নব্বই বৎসরে ম'রেছেন গ্লাড্‌ষ্টোন্,
তবে কেন ঘরে ঘরে এতই রোদন ?
ব'সেছেন যত লর্ড, উজ্জ্বলি আসন,
চেয়ে দেখ সবে আজ, বিষণ্ণ বদন।
এ দিকে কমন্‌স যত মাথা হেঁট ক'রে
চিত্রের পুতুল সব, আছে যেন ম'রে।
মরেছে নশ্বর এক মানব স্থবির
তবে কেন সকলের নেত্রে বহে নীর ?
অসামান্য নর ছিল, অমর সমান
তাই আজ সকলের কাঁদে এত প্রাণ।
বঙ্গবাসী আমি এক অতি ক্ষুদ্র নর,
নতুবা তাঁহার তরে, কেনবা কাতর !
নির্ব্বাক কমন্‌স সভা, পড়ে আলপিন্
শুনিতে সকলে পায়, সেই শব্দ ক্ষীণ।

উঠিল বালফুর ওই সভার অধ্যক্ষ
সুবক্তা সুধীর সেই, রাজকার্য্যে দক্ষ।
বলিলেন ধীরে ধীরে "সভা কার্য্য শেষ"
গ্লাড্‌ষ্টোন গত! আজ কি কব বিশেষ"!
কর্ত্তব্য কমন্‌স সভা, কব আমি পরে,
আজ যত সভ্যগণ, যাও সবে ঘরে।
ধীরে ধীরে গেল চ'লে সভ্যগণ আজ
পিতৃহীন যেন আজ, সকল ইংরাজ।
দুদিন পরেতে পুনঃ সবে সভাসীন
হারকোর্ট, হায়! আজ অতি দীনহীন।
উঠিল বালফুর তবে, দেখ সভাপতি;
"নাহি আর গ্লাড্‌ষ্টোন, পার্লামেণ্ট জ্যোতিঃ;
আমি কি বলিতে পারি তাঁহার মহিমা
যাঁহার গুণের ভাই! নাহি ছিল সীমা।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, হায়! আর নাই
শেষকার্য্য আমাদের এস করি ভাই।
ওয়েষ্ট মিনষ্টরে হবে, কবর তাঁহার
লইব আমরা সবে, সে কাজের ভার।
দুদলে মিলিব এস সবে ভাই ভাই
প্রস্তরের মূর্ত্তি তাঁর, সেখানেতে চাই।
পঞ্চাশ বৎসর যিনি এই সভাস্থলে
মন্ত্রমুগ্ধ রাখিতেন বক্তৃতার বলে,

অসামান্য শক্তি আর অসীম প্রতিভা
তিনি বিনা অন্ধকার পার্লামেণ্ট সভা”।
বালফুরের বাক্যে তবে সবে দিল সায়
উঠিল সভাতে মহাধ্বনি “হায়, হায়”।
ওদিকে লাটের সভা, বড় বড় লাট
খুলে গেছে সকলের হৃদয় কপাট।
গ্লাড্‌ষ্টোনে কত গালি দিয়াছেন যিনি
উঠিলেন মহামন্ত্রী লাট শিরোমণি।
“কি বলিব সভ্যগণ? গ্লাড্‌ষ্টোন গত
ধর্ম্মপানে যাঁর দৃষ্টি, থাকিত নিয়ত।
যাঁর কাছে রাজনীতি, ছিল ধর্ম্মনীতি
এই তাঁর চিরস্থায়ী রহিবে সুখ্যাতি
পার্লামেণ্ট সভা তাই, তাঁর কাছে ঋণী,
কি বলিব আর আমি, এই মাত্র জানি।”
মোটা মহামন্ত্রী তবে এই ব’লে বসে,
শোকাকুল রোজবেরী উঠিল সাহসে।
কাঁদিল, কাঁদালে সবে প্রকাশিয়া শোক
হেঁটমুখে ফেলে অশ্রু যত লর্ড লোক।
কেহ বলে ছলভরী (১) আখি ছল ছল
হ’য়েছিল, শুনি সেই বক্তৃতা সরল।

(১) সল্‌সবেরী (লর্ড)।

প্রংশসিয়া গ্লাড্‌ষ্টোনে শোকপূর্ণ স্বরে
শেষে বলিলেন বাণী সাহসের ভরে।
"গিয়াছেন গ্লাড্‌ষ্টোন, দৃষ্টান্তের স্থল
হ'ও না আকুল ওহে মহাসভ্যদল।
ধ্রুবতারা হ'য়ে রবে, তাঁহার দৃষ্টান্ত,
এই ভেবে সভ্যগণ, কর মন শান্ত।
"গ্লাড্‌ষ্টোন-মাতৃভূমি ইংলণ্ড দেশ!
ভবিষ্যতে জনমিবে তেমনি নরেশ।
ভুলিব না তাঁরে কেহ, কে ভুলিতে পারে?
জীবিত তাঁহার নাম, রহিবে সংসারে।
এই বড় দুখ, হারায়ে দেবতা-পতি
বৃদ্ধ বয়সেতে আহা! হ'ল কি দুর্গতি
স্বামীস্বর শুনিবারে পাতিতেন কাণ
পতি বিনা পাগলিনী, আকুল পরাণ।
সন্তানে সান্ত্বনা দিতে পারে বিধবাকে?
সভ্যগণ! একবার মনে কর তাঁকে।"
বসিলেন রোজবেরী, সভা হ'ল ভঙ্গ
পার্লামেণ্টে শেষ হ'ল গ্লাড্‌ষ্টোন-প্রসঙ্গ।
হাবার্ডন সূর্য্য, হায়! এবে অস্তগত!
ফুরাল জীবনলীলা, এ জনম মত।
নীরব সে কণ্ঠস্বর, মধুর গম্ভীর,
নিশ্চল সে বাহুবল, নিশ্চল শরীর।

অশীতি বরষে যিনি কাটিতেন ওক্ (১)
দেখিত দাঁড়ায়ে যাহা শত শত লোক।
ওকখণ্ড তুলে ল'য়ে করিত যতন,
ক্রয় করি নিত যাহা কত ধনীগণ।
রাখিবে স্মরণ চিহ্ন, মরণের পর
অসামান্য নর, নৈলে এত কি আদর?
পার্লামেণ্টরঙ্গস্থলে, নায়ক প্রধান
যে শুনেছে বীরবক্তা, বড় ভাগ্যবান।
রাজা নয়, লাট নয়, শুদ্ধ গ্লাড়্‌ষ্টোন,
তাঁর সম মহামান্য, ছিল কোন্ জন?
মহামন্ত্রী হ'য়ে কত করেছেন লাট্,
নিজে শুদ্ধ গ্লাড্‌ষ্টোন্, বুদ্ধিতে বিরাট।
হোমর পড়িতে আহা! ছিল বড় সাধ
হরষে হরিষে (১) ক'রেছেন অনুবাদ।
রাজকার্য্য হতে তিনি পেলে অবকাশ,
জাতীয় ধরমে ছিল বিশেষ বিশ্বাস।
পড়িতেন বট্‌লার, আরো কত বই
তেমন পাঠক আর পৃথিবীতে কই?

(১) Oak.
(১) Horaa.

পুস্তকে পরম প্রীতি, জাজ্জ্বল্য প্রমাণ
হাবার্ডন লাইব্রেরী, দেখ বিদ্যমান।
সেই খানে থাকিবেক প্রতিমূর্ত্তি তাঁর
থাকিবে পুস্তক বটে, কে পড়িবে আর ?
পড়িবে পাড়ার লোক হাজার হাজার
পড়িবে না গ্লাড্‌ষ্টোন, পড়িবে না আর !
রবে পার্লামেণ্ট সভা, রবে হাবার্ডন
আসিবে না ফিরে, হায় ! আর গ্লাড্‌ষ্টোন্‌

বিষমার্কের মৃত্যু।

গেছে গ্লাড্‌ষ্টোন্, বিষমার্ক গেল চ'লে
মানুষ নাহিক আর ইউরোপমণ্ডলে।
মরাভিপ হোহেনলো, আর ছলভরী,
এদের মানুষ মধ্যে গণনা না করি।
মহাতেজা মহাবুদ্ধি ছিল দুই জন,
জনমিবে জগতে কি আর গ্লাড্‌ষ্টোন্?
দৃঢ় দেহ, দৃঢ় মন, অসামান্য নর
দুই জন জগতেতে জন্মে অজাগর।
পুরাকালে জনমিত মহা ম্যাষ্টোডোন, (১)
মানবমণ্ডলী মাঝে, যথা গ্লাড্‌ষ্টোন্।
"লহু লৌহ"(২) বিষমার্ক দিগ্‌গজ দানব
জন্মেছিল নরকুলে, হইয়ে মানব।
আঁধারি ইউরোপ আজ দুই সূর্য্য অস্ত
আর না উদিবে, শমন কবলগ্রস্ত!
বিখ্যাত জগতে, দুই বিসদৃশ নর
ধার্ম্মিক ইংরাজ, আর জর্ম্মাণ পামর।

---

(১) Mastodon.
(২) Blood and Iron.

স্বদেশ হিতের তরে, ন্যায়ান্যায় জ্ঞান,
নাহি ছিল বিষমার্কে, কুচক্রী প্রধান।
বিষমার্ক বিষভরা, কপটতা কূপ
বুষের (১) জীবনী পড়, জানিবে স্বরূপ
দেশের উন্নতি তরে ন্যায় বলিদান,
দিয়াছিল বিষমার্ক, পাষণ্ড পাষাণ
ফ্রান্সের পরম শত্রু, কারো নহে মিত্র
ইতিহাসে এই এক জীবন বিচিত্র !
সমুচিত শাস্তি তার বৃদ্ধকালে পায়
বালক বাদশাহ হাতে হতমান হায় !
আষ্ট্রিয়াকে হারাইল, করি ঘোর রণ,
তাহারি সহিত সন্ধি শেষেতে মিলন।
বাঁধায়ে সংগ্রাম হারাইল নেপোলিয়ন
পারিসেতে জার্ম্মণির সাম্রাজ্য স্থাপন।
ধন্য সুকৌশল আর ধন্য প্রাণপণ
স্বদেশ হিতের তরে সঙ্কল্প জীবন।
জর্ম্মণির মণি তিনি উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল
জীবনের যত আশা সকলি সফল।
জারমণি সাম্রাজ্য রবে যত দিন
এ নাম গৌরব কভু নাহি হবে ক্ষীণ।

(১) Busch's Life of Bismarck.

বিষমার্কের মৃত্যু।

গেছে গ্লাড্‌ষ্টোন্, বিষমার্ক গেল চ'লে
মানুষ নাহিক আর ইউরোপমণ্ডলে।
মরাভিপ হোহেনলো, আর ছলভরী,
এদের মানুষ মধ্যে গণনা না করি।
মহাতেজা মহাবুদ্ধি ছিল দুই জন,
জনমিবে জগতে কি আর গ্লাড্‌ষ্টোন্?
দৃঢ় দেহ, দৃঢ় মন, অসামান্য নর
দুই জন জগতেতে জন্মে অজাগর।
পুরাকালে জনমিত মহা ম্যাষ্টোডোন, (১)
মানবমণ্ডলী মাঝে, যথা গ্লাড্‌ষ্টোন্।
"লহু লৌহ"(২) বিষমার্ক দিগ্‌গজ দানব
জন্মেছিল নরকুলে, হইয়ে মানব।
আঁধারি ইউরোপ আজ দুই সূর্য্য অস্ত
আর না উদিবে, শমন কবলগ্রস্ত!
বিখ্যাত জগতে, দুই বিসদৃশ নর
ধার্ম্মিক ইংরাজ, আর জর্ম্মাণ পামর।

---

(১) Mastodon.
(২) Blood and Iron.

স্বদেশ হিতের তরে, ন্যায়ান্যায় জ্ঞান,
নাহি ছিল বিষমার্কে, কুচক্রী প্রধান।
বিষমার্ক বিষভরা, কপটতা কূপ
বুষের (১) জীবনী পড়, জানিবে স্বরূপ।
দেশের উন্নতি তরে ন্যায় বলিদান,
দিয়াছিল বিষমার্ক, পাষণ্ড পাষাণ
ফ্রান্সের পরম শত্রু, কারো নহে মিত্র
ইতিহাসে এই এক জীবন বিচিত্র !
সমুচিত শাস্তি তার বৃদ্ধকালে পায়
বালক বাদশাহ হাতে হতমান হায় !
আষ্ট্রিয়াকে হারাইল, করি ঘোর রণ,
তাহারি সহিত সন্ধি শেষেতে মিলন।
বাঁধায়ে সংগ্রাম হারাইল নেপোলিয়ন
পারিসেতে জার্ম্মণির সাম্রাজ্য স্থাপন।
ধন্য সুকৌশল আর ধন্য প্রাণপণ
স্বদেশ হিতের তরে সঙ্কল্প জীবন।
জর্ম্মণির মণি তিনি উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল
জীবনের যত আশা সকলি সফল।
জারমণি সাম্রাজ্য রবে যত দিন
এ নাম গৌরব কভু নাহি হবে ক্ষীণ।

(১) Busch's Life of Bismarck.

মৃতপ্রায় জারমণিরে সজীব করিয়া
চিরস্থায়ী তাঁর নাম ভুবন ভরিয়া।
দোষ গুণ দুই মিশে ইঁহার জীবন
গ্লাড্‌ষ্টোন সম নহে ন্যায় পরায়ণ।
দেশকাল শিক্ষাভেদে গুণাগুণ যত
ভাল মন্দ নিয়ে দেখি, নানা মতামত।
জর্ম্মণিতে গ্লাড্‌ষ্টোন যদি জনমিত
ক্রূর কপটী ঘোর হইত হইত।
ইংলণ্ডেতে বিষমার্ক জনম গ্রহণ
কে বলিবে হ'ত না সে ন্যায় পরায়ণ?
মণিধর ফণীসম ছিল সেই নর
বিষভরা দাঁত কিন্তু বুদ্ধিতে প্রখর।
জন্মভূমি স্বর্গ চেয়ে গৌরবের স্থান,
বিষমার্ক হৃদয়েতে ছিল দৃঢ় জ্ঞান।
স্বর্গধর্ম্ম ত্যজিলেন জন্মভূমি তরে
কেমনে দূষিব সেই অসামান্য নরে?
জ্বলন্ত তাঁহার নাম দিগন্ত ব্যাপিয়া
শুনি যাহা আজো ফ্রান্স উঠে গো কাঁপিয়া।
ত্যজিয়া কুতর্ক তাই মনে রেখো সবে,
জার্ম্মণিতে বিষমার্ক চিরজীবী রবে।

বাল্যকালের কবিতা-সমূহ।



সখ্যতা ও প্রণয়।

সখ্যতা সে সুখ, হায়! সত্য বুঝি স্বপনে!
শেখাব পাখীরে ধ'রে, গাবে সুমধুর স্বরে
লিখিব গাছের গায়, ভ্রমি বনে বনে,
সখ্যতা সে সুখ ওরে সত্য বুঝি স্বপনে।
পাখী সব উড়ে যাবে, বনে বনে ব'সে গাবে
"সখ্যতা প্রণয় সুখ, হায় রে স্বপন"!
হবে রব দেশে দেশে, বালকে বলিবে হেসে
"সখ্যতা প্রণয় সুখ, হায় রে! স্বপন"
হরবোলা দিব ছাড়ি, যাবে প্রিয়জন বাড়ী
কেবল বলিবে বোল সদা ঘন ঘন
"সখ্যতা প্রণয় সুখ হায় রে স্বপন"!
"এই বেলা সবে শেখ, দুখ নৈলে পাবে দেখো
যতদিন এই দেহে রবে রে জীবন,
সখ্যতা প্রণয় সুখ হায় রে স্বপন!
বৃদ্ধা জ্ঞানী যত জন, এ গান ক'রে শ্রবণ
পূর্ব্ব দুখ মনে করি ছাড়িবেন শ্বাস,
কে শেখাল এই গীত মানবে বলিতে হিত
প্রিয়জনে সত্য কথা করে না বিশ্বাস।

"বঙ্গবাসী কোন নরে, পর উপকার তরে
মানবেরে করিবারে আগে সাবধান,
যেখানে সেখানে যাই কেবলি এ গান গাই,
আমারে দিয়াছে ছেড়ে গাইতে এ গান।"
পর্ব্বত-গহ্বরে পশি, কাঁদিব নির্জ্জনে বসি
সংসারের সুখে দুখে হ'য়ে জ্বালাতন,
সখ্যতা প্রণয় সুখ, হায় রে স্বপন!
নিশি শেষে নিরজনে, শিখাইব শিখীগণে
পর্ব্বত উত্তর দিবে গম্ভীর গর্জ্জনে
সখ্যতা প্রণয় সুখ সত্য বুঝি স্বপনে!

সুখ ও দুঃখ।

সুখ সখে! বলে কায়
কোথা সুখ পাওয়া যায়
মিলে কি তা এ ধরায়
কেন তবে সবে চায়?
কেন তবে ওই ধ্বনি শুনি চারিদিক্?
ঐশ্বর্য্যে কি সুখ আছে
প্রিয়তম মিত্র কাছে
তবে ধাও কার পিছে
কথা মাত্র যদি মিছে
আছে কিনা আছে যদি তারি নাহি ঠিক্
আহারে বিহারে কিবা
সদা দাস দাসী সেবা
ভার্য্যা সদা অনুগতা
সুখ কি বিরাজে তথা।
ধন মান পরিজনে সুখ কি রে হয়?

যথা মলয় পবন
বহে সদা ঘন ঘন
ফল ফুল মধুবন
অমৃতের নিকেতন
বল দেখি সেই কি হে সুখের আলয় ?
গুণ্ গুণ্ অলিকুল
ফুটিছে চন্দন ফুল
বিকসিত কমলিনী
না মুদে দেখে যামিনী
সদা হাসে কুমুদিনী ভানুরে না করে ভয়
বকপংক্তি শ্বেত পক্ষ
যেন মেখলার মত
নীল মেঘে বিরাজিত
হইয়ে বড়ই প্রীত
স্থির ভাবে ঊর্দ্ধ নেত্রে মুগ্ধ হ'য়ে রয়।
গাছেতে ফ'লেছে সোণা
মুক্তা মণি ভার গোণা
রবি শশী সুশীতল
ইন্দ্রধনু অচঞ্চল,
স্বভাবের শোভা হেরি সকলে অবাক্
কিবা শোভা আহা মরি
যত ময়ূর ময়ূরী

নাচে ধরিয়ে পেক্‌ম,
মাঝে, বকম্ বকম্
তালে তালে গায় যত পায়রার ঝাঁক্
শাখী পরে শুক সারি
গাইতেছে সারি সারি,
এ দিকে চাতকদল
ডাকিছে "ফটীক (১) জল"
যত পাখী একত্রেতে সুমধুর গায়,
জগতের যত যন্ত্র
হ'য় যেন একতন্ত্র
বাজিছে মধুরস্বরে
তাহাতে অমৃত ঝরে
অমৃতের ধারা যেন বরষার প্রায়।
নাহি যথা হিংস্র পশু
সিংহশাব নরশিশু
একত্রেতে ক্রীড়া করে,
সকলি সুখেরতরে,
অকাতরে বিধি যেন ক'রেছে সৃজন
উজলিয়ে রবিরাজ
করে সভাতে বিরাজ,

(১) ফটিক ইকার হইলেও এখানে ঈকারই ঠিক।

মহারাণী চন্দ্রমা
অন্য দিকেতে সরমা
হাসিছে, তুষিছে তোষামুদে তারাগণ !
একচোকো মিট্‌মিটে
ছোট এক তারা উঠে
শোভে রাণীর মুকুটে,
কিবা ছবি ছায়াপথ ! সুনীল আকাশ,
আহা মরি কিবা শোভা
মানবের মনোলোভা
শরীরিণী প্রকৃতির হ'য়েছে প্রকাশ।
সেই কি সুখের ঠাঁই
দুখ কি রে সেথা নাই
জন্ম মৃত্যু শোক আদি
রহিল তথায় যদি
কেমনে বলিব সুখ, কখনই নয়,
যদি সুখমাত্র মনে
তবে, প্রকৃতি কেমনে
ধরিয়ে মধুর বেশ
নাশিবে নরের ক্লেশ
সংসারেতে সুখ কোথা, খালি দুখময়।
ভক্তি প্রীতি স্নেহ মায়া
পিতা পুত্র মিত্র জায়া

সকলিত দেখি ছায়া
অল্পকাল স্থায়ী কায়া
মায়া মোহে কোথা সুখ, কে পেয়েছে হায়!
অর্থ অনর্থের মূল
কেবলিত হয় ধূল,
যা দেখ সকলি ভুল,
শোক দুখ সমাকুল
অসার সংসারে কেউ সুখ কি রে পায়?
কোথা সুখ, কেবা জানে
সত্য সুখ আছে জ্ঞানে?
কার কাছে শিখি বল
দেখি অজ্ঞান সকল
সুখ নাই, সুখ নাই হায়! এ ধরায়
ওহে জানিছ নিশ্চয়
এত সুখধাম নয়
মরণে তবে কি ভয়?
সবি ছায়াবাজিময়
পরে যদি সুখ থাকে, কি দুখ মরায়?
কোথা তবে সুখ পাব?
সুখ তরে কোথা যাব
এ ভুবনে সুখ নাই
তবে সুখ কোথা পাই

দুখেরি এ দেহ, কেন মায়া এত এতে ?
দুখ জন্য জন্ম যদি
দুখ পাব নিরবধি
এ দেহে কি স্নেহ তবে
কি ফল ইহাতে হবে ?
হায় ! পৃথিবীতে জন্ম যদি কষ্ট পেতে।

হাস্য ও রোদন।

১

কে শেখালে মানবেরে হাস্য রোদন ?
জননী জঠরে হায়! বল বল কে শেখায়
কে শেখায় মানবেরে হাস্য রোদন ?
বল, শিশু জন্ম নিয়ে, কেন উঠে রে কাঁদিয়ে
সুখ দুখ নাহি জানে, কেন কাঁদে তবে ?
আমি হেন অনুমানি, দুখেরি জীবন জানি
স্বভাবে শিখায়ে দেয়, পরে যে কি হবে!
জেনে, দুখেরি জীবন হায়! করয়ে রোদন
নৈলে কেন অকারণ, কাঁদিবে সে বল ?
এ দুখ সংসারে শুধু ক্রন্দন সম্বল।

২

কে শেখালে মানবেরে হাস্য রোদন ?
ভূমিষ্ঠ বালক বল কাঁদে কি কারণ ?
কেন এসেছি এখানে, চিনিনে কেহ না জানে
কি করিতে আসা, ত্যজি সে সুখের গেহ
তাই করয়ে রোদন, বলে সদা ঘন ঘন
দুখেরি জীবন হায়! দুখেরি এ দেহ।

আছে কি এমন কেহ, ধরিয়ে মানব দেহ
হাসেনি কাঁদেনি যেই, কেমনে সম্ভবে ?
হাসি কান্নারি সংসার, জীবনে কি আছে আর ?
তাই বলি হাস কাঁদ যত পার সবে।
হাসি কান্না এই তুটী মানব জীবনে জুটি
সুখ দুখ মনোভাব, করয়ে প্রকাশ
হাসি কান্না তুটী ভাই এক আছে, এক নাই
আলোক আঁধার সম, সঙ্গে বারমাস।
সুখ দুখ নিয়ে খেলা, জীবনের সারা বেলা
হাসিতে কাঁদিতে এই জনম গ্রহণ,
জীবনের সহচর এই দুই সহোদর
এ দুয়ের জ্যেষ্ঠ হয়, নিশ্চয় রোদন।
ভিন্নভাব দুই জন, একত্রেতে সদা রন
কিন্তু অপরূপ, পরস্পরে দেখা নাই
বেশী জ্যেষ্ঠের প্রভাব, কনিষ্ঠ মধুরভাব
বৈরীভাব দুই জনে সহোদর ভাই।

মা।

আমরি মধুর নাম "মা" আ মরি রে,
মধুমাখা মধুময়, অমৃত নিঃসৃত হয়
সাধ হয় দিবা নিশি "মা মা" করি রে।
এই নামে একাক্ষরে, সত্যই অমৃত ঝরে
প্রথমে সন্তান যবে ডাকে মা, মা বোলে,
কি ভাব মায়ের মনে, বুঝে কি পুরুষগণে ?
মমতায় মার মন যায় যেন গ'লে।
বলুক যুবকজন, তার প্রেয়সী মতন
তেমন মধুর নাম শুনে না সে কাণে
প্রেমেতে পাগল নর, পিতা মাতা ভাবে পর
প্রেমেতে বধির অন্ধ, সত্য নাহি মানে।
আহা এ মধুর নাম, ছিল কি স্বরগধাম
এ নর-নরকে ছি ছি ! কেন এসেছে ?
কত যে পামর নর, মাকে ভাবে ঠিক্ পর
কুপুতের দোষে মার হৃদি ভেসেছে !
ধন্য রে বালক তোরে, প্রথমে কেমন ক'রে
মধুমাখা মা, মা মুখে তোর আসে রে ?
দশমাস দীর্ঘ দুখ থাকে না দেখিয়ে মুখ
মায়ের জীবনজ্বালা, "মা মা" নাশে রে।

যার মাতা বর্ত্তমান, ওরে তাহার সমান
ভাগ্যবান্ কোথা, তার দুখ কি আবার?
আছ যেবা পিতৃহীন, কেঁদো না ভাবিয়ে দীন
মা আছে যদি রে বেঁচে, দুখ কি তোমার?
ওরে এখনো তোমার, কাঁদিবার অধিকার
কখনই নাই, ছুটে যাও মার কাছে
ভুলিবে যতেক জ্বালা, জীবনের ঝালাপালা
মার চেয়ে আপনার, আর কি রে আছে?
মাতৃহীন যেই জন, এ পৃথিবী তার বন
কে করিবে মায়া, আহা! বল মাতৃহীনে
সন্তান, সংসারসার, তুলনা নাহিক তার
সন্তানে শুধিতে কভু পারে মাতৃঋণে?
"মা" কথা যাহাতে নাই, সে ভাষাই হয় ছাই
"মা" কথা বলেনি যেই, সে মানুষি নয়,
ধরায় সাক্ষাৎ দেবী, সেই মার পদসেবি
সার্থক জীবন আর স্বর্গসুখোদয়।

স্বপ্ন। *

স্বপনেতে সুখী যদি জাগরণে কি প্রয়োজন
প্রিয় সমাগম, আহা! স্বপনে যদি রে হয়
সত্য ত সকলি মিছে, মিছে কে বলে স্বপন?
আমি বলি স্বপ্ন সত্য, নাহিক সংশয়!
যেমন রবির পানে, চাহিলে নয়ন হানে
সংসারে সত্যের পানে চেয়ে হবে অন্ধ
উঠিলে আকাশে চাঁদা, চোখে নাহি লাগে ধাঁধা
মিথ্যালোক (১) লাগে ভাল, বিধির নির্ব্বন্ধ!
জেঁগে দেখি মৃত যারা স্বপনে সজীব তারা
আমরি! ও নিদ্রে! এ কি কুহক তোমার
সংসার স্বপন সম, স্বপন কি মনোরম
সত্য মিথ্যা বুঝা ভার, সবি একাকার!
কত ক্রোশ দূরে সখা স্বপনে আমার দেখা
কত কথা, কত হাসি, কতই উল্লাস
মধুর মিত্রতা ভাব করি রে প্রকাশ।

---

(১) মিথ্যা আলোক।

বিদেশে বসতি করে, কত কাল নাহি ঘরে
স্বপনেতে সতী স্বামীসনে কথা কয়,
কি কাজ জাগিয়ে তার, স্বপনেতে সুখ যার
জাগিলে জানিবে ধরা খালি দুখময়।
যার পতি নাহি দেশে স্বপনেতে আহা! এসে
হাসি হাসি করে কত প্রিয় আলাপন,
কত হাস্য পরিহাস, কত আনন্দ প্রকাশ
সুধাই রে তাই, মিছে কে বলে স্বপন?
"কোথা ছিলে এত দিন, বল হায় রে! কঠিন
অভাগিনী ব'লে আজ প'ড়েছে কি মনে?
না জানি এ প্রাণ ধ'রে, আছি হে কেমন ক'রে
তোমারে হে নাথ! বল জানাব কেমনে?
একাকিনী ঘরে বসি কেঁদেছি হে দিবানিশি
বল কি হে ভেবেছিলে তুমি এক বার?"
কি বলিব প্রিয়ে বল, কেঁদেছি হে অবিরল
তোমার ওমুখ ভেবে বহি দেহভার।
যদি ওহে প্রাণে মরি, তোমা প্রিয়ে পরিহরি
কভু আর যাব না বিদেশে
যাব না যাব না পুন, প্রতিজ্ঞা করি হে শুন
আহা যেমনি বলিল হেসে।
অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল স্বপ্ন-স্বামী পলাইল
কোথা গেলে ও হে নাথ! ব'লে চক্ষে জল,

দ্বিগুণ বাড়িল দুখ, বিদরিল হায়! বুক
একাকিনী বিরহিণী কাঁদিয়া ব্যাকুল।
এ হেন স্বপনে সুখ, কে চায় দেখিতে মুখ
আলোকে আঁধার ওই প্রখর রবির?
সত্য চেয়ে মিথ্যা ভাল, জাগরণে যে জঞ্জাল
স্বপ্ন-সখা সুখকর জানিলাম স্থির।

নিদ্রা।

চিন্তাবিষে জর জর, হয় যে অভাগা নর
তার কাছে আছে বটে নিদ্রার আদর,
শোকাকুল যার মন জানে মাত্র সেই জন
হায় রে! মলিন মুখ সদাই কাতর।
জীবন যাতনা যার, বৃথা বহে দেহ ভার
এ সংসার মরুভূমে করে হায় হায়,
নিশিতে নির্জ্জনে বসি বক্ষঃ যার যায় ভাসি
সেই জানে কত সুখ পেলে হে তোমায়।
জ্বালাতন যার মন কর নিদ্রে! অচেতন
শোক দুখ একেবারে ভুলাইয়ে দাও,
যেন শিশু মার কোলে, তোমারে পাইলে ভুলে
অট্টালিকা ত্যজি ফকির কুটীরে যাও।
তুমি জীবের আরাধ্য কিন্তু আছে কার সাধ্য
লভিতে তোমায়, চিন্তা যার সহচরী,
পরিশ্রমে ক্লান্ত যারা, তোমারিত প্রিয় তারা
মজুরে তোমার মায়া, ধনী পরিহরি।

সংসারের এই গতি, তারে দুখ দাও অতি
নিতান্ত কাতর হ'য়ে যে তোমারে ডাকে,
রোগ শোক দুখ আদি, সকলের প্রতিবাদী,
ভুলেও কখন দেখা দাও না তাহাকে।
রোগী শয্যাতে লোটায়, ও! নিষ্ঠুরে ত্যজি তায়
ধিক্ তোরে যাস্ কি না চাঁষাব চালায়,
যদি বা বারেক যাও, তারে কতই জ্বালাও
ভয়ঙ্কর কুস্বপন দেখাও তাহায়।
কে বুঝিবে তব মর্ম্ম, ত্যজিয়ে সুরম্য হর্ম্ম্য
স্বচ্ছ-সরোবর, সুন্দর উদ্যান ছাড়ি,
এত প্রিয় পর্ণশালা, চাষা ভূষা জেলে মালা
সন্ধ্যাকালে উপনীত, তাহাদের বাড়ী।
সকলের কাছে জারি, আছে বটে তোমারি
বিদ্যার্থী বালক কিন্তু চায় না তোমায়,
জানে না তোমার গুণ, তাড়ায়ত পুনঃ পুনঃ,
পার না ত কই বশ করিতে তাহায়!
নিশি নক্ষত্রমণ্ডিত, জ্যোতির্ব্বিদ্ সুপণ্ডিত
করয়ে গণনা, দ্যাখে নিশি হ'ল ভোর,
করে রাত্রি জাগরণ, তব সনে করে রণ
এদের উপরে খাটে না তোমার জোর।
পেয়ে জ্ঞান-সুখাস্বাদ, অন্য সুখে নাহি সাধ
এরা ছাড়া আর সবে তব পূজা করে।

মধ্যরাত্রে উঠে যেই, দেখেছে, জেনেছে সেই
তোমার প্রভাবে, ধরণী কি রূপ ধরে।
কবিগণ তব গুণ, বর্ণিয়াছে পুনঃ পুনঃ
চিরনিদ্রা অংশভূতা তুমি দেবী হও,
আমারে নাহিক ভুলো, রোগ দুঃখ শোকাকুল
করজোড়ে করি স্তব, এই পূজা লও।

গুহক চণ্ডাল।

এত দিনে মিতে পেয়ে বুঝি সীতে
ভুলেছে আমায়, ভাবে গুহ মনে,
আঁখি ছল ছল, সঙ্গে দলবল
আকুল গুহক ফিরে বনে বনে।
শ্যামল বরণ, আসে কোন্ জন
দূর থেকে গুহ অনিমিষে চায়,
দূরে গেল দুখ, দেখে রাম মুখ
দূর থেকে ডাকে "আয় রামা আয়"!

"রামা মিতে ফিরে এলি, এত দিন কোথা ছিলি
ভাল আছিস্ রামা মিতে আগে শুনি বল্
রামা মিতে এলি ফিরে, গুহ ব'লে মনে কি রে
পড়েনি রে এত দিন, ঘরে যাই চল্!
খাসা খাসা কত ফল, ওই আছে ঠাণ্ডা জল
পথে ত হয় নি কষ্ট সত্যি করে বল্?
আগে ওই সব খাবি তার পরে ঘরে যাবি"
বলিল চণ্ডালরাজ নাহি ছিদ্র ছল।

গুহকের শুনি ভাষা, কোথাকার এটা চাষা
বলিল লক্ষ্মণ, এ কি অসভ্য গোঁয়ার
বলিলেন রঘুরায়, কথাতে কি আসে যায়
আন্তরিক প্রেম দেখ, দেখ ব্যবহার !
গুহ আনন্দে পাগল, হাতে ল'য়ে ফুল ফল
রামের সুমুখে রেখে বলে "মিতে খা,"
মুগ্ধ হ'য়ে ভকতিতে, রাম বলে "দে না মিতে"
"মুখে তুলে দে না" ব'লে মুখ করে হা।
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে, কদলীর খোসা ল'য়ে
রামের বদনে তুলে দেয় একে একে
ফেলে দেয় যত শাঁস, লক্ষ্মণের মহা হাস
প্রেমে মুগ্ধ রাম, খোসা খান মহাসুখে !
সরল চণ্ডালরাজ নাহি কপটতা-লাজ
"কেন হাসে নখা ছোঁড়া বল্ দেখি মিতে"
আমার ও ছোট ভাই, ওর কোন বুদ্ধি নাই
ক্ষতি নাই, দেও মিতে বালকে হাসিতে।
সুসভ্য সমাজে বাস, সরলতা করে নাশ
ত্যজিয়ে সভ্যতা আমি চ'লে যাই বন,
কেবল কপট ক্রূর, সরলতা অতি দূর
সরলতা শূন্য কবি হয় কি কখন ?
সরল চণ্ডাল ভাল, কপটী ব্রাহ্মণ কাল
কোথা সেই সরলতা, কোথায় সে দিন,

সভ্যতার হাওয়া লেগে, সরলতা গেছে ভেগে
কপটতা-কুআশায় (১) ভারত মলিন!
চাহিয়া লক্ষ্মণ পানে, সংশয় গুহক প্রাণে
খোসা খেতে দিই রামে হইল চৈতন্য
মিত্রতার পরিচয়, আর কি তেমন হয়
ধন্য রে গুহক, ধন্য সে মিত্রতা ধন্য!
"ছি ছি সখে! কি করিলে, যত তুমি দিতেছিলে
খেতে ছিলাম অমৃতের সমতুল,"
আহা মরি! চমৎকার, হবে কি রে হবে আর?
মিত্রমুখ নিরখিয়ে বাহ্যদ্রব্যে ভুল!

(১) কুআশায়—কিম্বা কুয়াশায় অর্থাৎ কুজ্ঝটিকায়।

ভালবাসা।

আমি যারে ভালবাসি, সে যদি রে বাসিত
সুখ-নীরে ধরা তবে, দিবানিশি ভাসিত।
যে সুখী হে যারে দেখে, সেত দেখা পায় না।
তারা দেখে আটপোর, যারা দেখা চায় না।
যে যারে হে বাসে ভাল, সেত তারে বাসে না,
যারে হেরে হরষিত, সেত কই হাসে না!
যারে ভাব দিবানিশি, সে ভাবে না একবার,
সে ভাবে অপর, যারে ভাবি হে আমার
সে ভাবে অপর, যারে ভাব হে আপন,
সখ্যতা প্রণয়-সুখ, হায় রে স্বপন!

নারী ও পুরুষ।

যেমন সরসী জলে, শশী প্রতিবিম্ব ফলে
শশী গেলে অস্তাচলে, আর ছায়া রয় না,
নারীর তরল মনে, হেরে যবে দুনয়নে
পতি প্রতিবিম্ব পড়ে, পতি গেলে দেশান্তরে
পতির মূরতি আর, মনে রবে কি প্রকার ?
স্থির নহে কোন ছবি চঞ্চল নারী-অন্তরে,
চঞ্চল সরসী জল, সকলি চঞ্চল করে।
পাথর পুরুষ হৃদি খোদিত তাহাতে যদি
ভুলে কভু একবার কোন ছবি হয় রে,
পুরুষ কঠিন প্রাণ, বলে যতেক অজ্ঞান,
সে ছবি জীবনে আর মুছিবার নয় রে !

নারী।

কোমলা কমলা ঘরে, কিবা ঘর আলো করে
যারা ভালবাসা তরে ধ'রেছে জীবন,
জীবনের সহচরী কি মাধুরী আহা মরি!
মরুময় এ সংসার, হয় মধুবন।
প্রেমের প্রতিমা নারী, গুণ যার বলিহারী
এমন রমণী যেই নাহি ভালবাসে,
নিতান্ত নীরস প্রাণ, নদীগর্ব্বে সে পাষাণ
আপনার সুখ সেই আপনিই নাশে।
হাসিমাখা মুখখানি, মধুমাখা মিষ্ট বাণী
প্রেমের কাজল ওই আঁখিপ'রে প'রেছে,
সন্তানে লইয়ে কোলে, কিবা মৃদু মৃদু দোলে
সাধে কি রে নারীতরে মহাদেব ম'রেছে?

একটী। (রহস্য)

একটু চুমো
দেলো——
(কেবল) একটী চুমো চাই,
দিয়ে একটী চুমো
যা লো ঘুমো
আর বেশী কায নাই।

একটী চোখে
নে লো দেখে
(খালি) একটী চোকে চাও ;
একটী কথা
খা লো মাথা
(খালি) একটা কথা কও।

একটু হাসি
নয় ত বেশী
(শুধু) একটী হাসি হাস,
সেই কথাটী
খাও মাথাটী
বল "ভালবাস" !

———

উকীলের ছড়া।

বেজেছে এগার আর সেজেছে সকলে,
উকীলের দল যত কাছারীতে চলে।
বুকেতে ঘড়ীর চেণ, সেজে সবে ঙ;
মুখ থেকে ওড়ে ওই চুরোটের ধুঁয়া।
কাছারীতে কায বড় নাহিক বিশ্রাম,
গাড়ীতে বসিয়ে, তবু গায়ে ঝরে ঘাম।
আড়াই নজীর খুঁজে বড়ই বড়াই
জীবনের সার কায, আইন পড়াই।
আইনে অভিজ্ঞ যেই তারি বুদ্ধি আছে,
আর সবে আহাম্মক উকীলের কাছে।
আইনের বিচি পেটে করে গজ গজ,
আরো কিছু আছে পড়া, খবর কাগজ!
খবর কাগজ হাতে দুই গজ ঝুলে,
না প'ড়ে পণ্ডিত, শুধু যায় চক্ষু বুলে।
নাহিক সময়, তারের সংবাদ প'ড়ে
ঘরে গিয়ে বিলিয়ার্ড কিম্বা দাবা ব'ড়ে।
দুলিছে ঘড়ীর চেণ, ঝুলিতেছে চোগা,
কেউ দেখ্‌তে মোটা সোটা, কেউ দেখ্‌তে রোগা।

বিদ্যুতের প্রায় গাড়ী ছুটিতেছে ওই,
দুটী মণ বাবু নিজে, দুটী মণ বই!
হারায়েছে কারো গরু, তুমি হও গরু,
পড়িছ কেতাব খুলে, উঁচু ক'রে ভুরু।
এমন কিছুই নাই, আইনেতে নাই,
হাঁও আছে, নাঁও আছে, খালি খোঁজা চাই।
কারো গেছে মাথা ফেটে, দুই লাঠী খেয়ে,
তোর্ কেন মাথা ফাটে, ওরে অল্পেয়ে?
কারো জমা কেউ নেয়, তোর্ বাপের কি?
কেউ ক'রেছে খুণ, কারো কাকা কি কাকী।
কেউ ক'রেছে চুরী, আর কেউ ক'রেছে জাল,
তোর্ মাথাতে বজ্রাঘাত, হায় রে কপাল!
উল্টে কাগজ, উল্টে মগজ, মরিস্ খেটে খেটে,
উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে, সত্যি কথা বটে!
চাঁদির চাক্তির লোভে তোর্ নেইকো ঘুম চোকে,
জীবনটা যে গেল ব'য়ে, ছাই ভস্ম বোকে!
নজীরেতে এত ভক্তি, কোথা লাগে বেদ,
না পেলে নজীর খুঁজে মনে বড় খেদ!
মনের মত নজীর পেলে স্বর্গ পান হাতে,
ভেবে ভেবে হাড় কালি, ক্ষতি নাইকো তাতে!
প'ড়ে প'ড়ে চক্ষু দুটো দুহাত গ্যাছে ব'সে
চোকের মাথা খাবেন শিগ্গির আপনার দোষে!

কি ব'লেছে কোন গরু, কি ব'লেছে বীরু
কি লিখেছে হারাণ আর কি লিখেছে হীরু।
কি লিখেছে কোন্ জজ গোবরগণেশ,
মনু এবে হ'ল হনু, পুড়ে গেল দেশ!
উকীলের কাছে স্বর্গ ওই আদালৎ
ভুলেত ভাবে না, "নানা মুনীর নানা মত!"
জজেরা দেবতা নয়, মানুষ ত বটে
তেমনি বিচার যার যত বুদ্ধি ঘটে।
বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে, কাজের কথা লেখ
আত্মীয়দের গালি দিতে ভাল ক'রে শেখ।
চেয়ে দেখ যাচ্চে চ'লে উকীলের দল,
গাড়ী ভেঙ্গে নাহি যায়, অদৃষ্টের বল!
এদিকে হাকিম চলে, চ'ড়ে বুরুহাম,
আইনের গন্ধ গায়ে, আইনের ঘাম!
ভাবিছে উকীল কেউ দেবে চোকে ধূলো,
ভাবিছে হাকিম কেউ, কাণে দেবে তুলো।
বহুরূপী যত সব কাছারী হাজির,
আম্‌লা ফয়লা, পেশকার, নায়েব নাজির!
ইংরাজের রাজ্যে তোরা কে দেখিবি রং,
সাধ থাকে যা না দেখে, যাচ্চে কত সং!
রেতেতে দেখেছ নাচ সাহেবের বলে
দিনের নাচনী দেখ উকীল মহলে!

কেউ নাচে কেউ গায়, মুখে "অল, অল,"
কেউ নাড়ে দুই হাত ঠিক্ যেন কল।
কেউ মারে মুষ্টি জোরে, কাষ্ঠের উপর
ব'কে মুখ রক্তবর্ণ, এল যেন জ্বর!
কেউ হাসে উচ্চ রবে, হাহা রব তুলে
হাসায় হাকিমে, ভেবে, যাবে তারা ভুলে।
কেউ বা করুণ স্বরে করিছে রোদন,
জেলে গেছে বুঝি তার প্রাণের-রতন!
কেউ বলে "অ্যাণ্ড"মানে এখানে অথবা,
কোন উকীল ব'সে আছে, ঠিক্ যেন বোবা!
কেউ বা দাঁড়ায়ে ওই মাথা মুণ্ড ব'কে,
কেউ দেয় 'গার্থে' গালি, কেউ বা 'পিককে'!
কেউ যায় আল্লাবাদে, কেউ বা মাদ্রাজে,
কেউ বা নির্লজ্জ অতি, ম'রে যায় লাজে!
কেউ বা কেতাব খুলে, পড়ে ছত্র ছয়,
অধিক পড়িলে অর্থ হবে বিপর্য্যয়!
মক্কেলের নাম ছেড়ে, বলে "আমি আমি,"
ভুলেও ভাবে না সে যে "কামিনীর স্বামী"।
ব'কে ব'কে শেষে দেয় মকদ্দমা জল
"জজ বেটা বড় গাধা" বলেন কেবল।
মকদ্দমা হেরে কেউ রাগে গরগর্
মক্কেলকে ডেকে বলে "আপিল ত কর্"!

"এ জজ জানে না কিছু, জানিস্ নিশ্চিত,
আপিল করিলে তোর, তখনিত জীত।"
উকীলে উকীলে যেই দুজনে সাক্ষাৎ
মকদ্দমার কথা খালি শোন দিনরাত।
নাকে চোকে কথা কয়, মুখে ফোটে খই
যখনি যাইবে, খোলা আইনের বই।
ব'সে ব'সে চেরে চুল, খোঁজে খালি ভুল,
পরছিদ্র খুঁজে মুদ্রা, পেটে ব্যথা শূল!
তিলকে করেত তাল, তালকে করে তিল,
যে না পারে এই কাজ, অকেজো উকীল!
পচা কেস্, সাজায় বেশ, বলে খুব জোরে
হাঁক্কারবে হাকিমের মাথা যায় ঘুরে!
নিতান্ত যার শক্ত মাথা সেইত থাকে ঠিক্
নইলে পরে জজের আর রয় না দিগ্বিদিক্!
সময় বুঝে মুখে বলে "লর্ড, লর্ড, সার"
স্বকার্য্য সাধিতে হেন কেবা আছে আর!
কেউ বা দাঁড়ায়, আহা! কিবা এঁকে বেঁকে
কেউ বা কহিছে কথা কিবা আহা হেঁকে!
দুই চক্ষু হাকিমের মুখ পানে থাকে,
কখন না ফেরায় আঁখি, চশমা খানি নাকে!
হাকিমের মুখখানি কতই ভাল লাগে
হেরে গেলে মকদ্দমা, তাই এত রাগে!

সেই চক্ষু রক্তবর্ণ, সাক্ষী পানে চায়
বুদ্ধি শুদ্ধি সাক্ষীদের ভয়ে উড়ে যায়।
সত্যসাক্ষী মিথ্যাবাদী উকীলেরা করে,
এমত ক্ষমতা বল, আর কেবা ধরে ?
হেসে কেঁদে, নেচে গেয়ে, মকদ্দমা জেতে
মক্কেলের কাছে সদা ডান হাত পেতে !
উকীলের কত গুণ, জানি আমি বেশ
কত আর লিখি বল, নাহি হয় শেষ।
এইখানে করি শেষ, উকীল মহাশয়,
সতত কামনা করি, হোক্ তব জয় !

সুরমার মৃত্যু।

কি শুনিনু হায়! প্রাণ ফেটে যায়
হায়! কি দুখ বিবরণ!
কোথা রে সুরমা সুরমা সুরমা
হায়! অকাল মরণ!
আধ আধ কিবা বাণী, কোন্ প্রাণে নাহি জানি
হরিলি রে সে বালায়, শমন নিদয় রে!
আহা সে অমিয় স্বরে, শোক দুখ দূর করে
অন্তরে তখনি হয় স্নেহের উদয় রে!
আছে কি এমন কেহ নাহি যার হয় স্নেহ
দ্রবীভূত সে যে করে পাষাণ হৃদয় রে,
আয় রে সুরমা আয়! এ জীবনে আমি হায়!
পাব না দেখিতে আর, বিশ্বাস না হয় রে!
—বাবু ব'লে আয় রে সুরমা কোলে
এত ডাকি আমি উত্তর না দাও রে,
তুমি বড় অভিমানী তাত আমি বেশ জানি
একান্ত না কথা কও, মুখ তুলে চাও রে,
দুখিনী মায়েরে ছেড়ে, কোথা তুমি যাও রে!

অভিমান হ'লে পরে, কাঁদিতে যে উচ্চৈস্বরে
নাহি সে ক্রন্দন, সব নিস্তব্ধ এখন,
গড়াগড়ি ভূমিপরে, দিতে তুমি রাগ ক'রে
নিস্পন্দ এখন শুয়ে, কেন রে এমন !
রাগ ক'রে বলিতে যে "আমি ম'রে যাই"
অভিমানে যা বলিতে করিলে কি তাই ?
বল কোন্ অভিমানে, ত্যজিলে রে তুমি প্রাণে
শোকাকুলা মায়ে, তোর, মায়া কি রে নাই ?
আজ ভুলে গেছ মায়, তুমি ভুলেছ আমায়
ভুলেছ পিতায় আর ভ্রাতা ভগ্নীগণে,
ভুলিব না আমি তোরে, নিদয় শমন, ও রে !
হরিলি রে সে বালায়, হায় কেমনে !

একাকিনী পাগলিনী কাঁদে কে ?

ওই ভেদিয়া গগন, কার উঠিছে ক্রন্দন
অঙ্গার অন্তর, জ্বলি নিদারুণ শোকে,
বিদরিয়া দশদিশি, রজনী তিমিরে মিশি
যায় না কি এই ধ্বনি ওই দেবলোকে ?
নাই কি দেবতা তবে, অথবা পাষাণ হবে
পায় না শুনিতে বুঝি অত দূর থেকে ?
একাকিনী পাগলিনী কাঁদে কে ?
নাই কি সান্ত্বনা দিতে, কেহ এই পৃথিবীতে
হয় না কি কারো দয়া এর দুখ দেখে ?
এ জগতে দুখের দুখী আমি কারে নাহি দেখি
এ জগতে দুখের দুখী আছে কে
একাকিনী পাগলিনী কাদে কে ?

শিখনখ

শিখনখ।

হিন্দী ভাষায় অনেক কবিরা "নখশিখ" অর্থাৎ সুন্দরীর নখ হইতে শীর্ষ অর্থাৎ মস্তক পর্য্যন্ত (আপাদ মস্তক) কবিতা লিখিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এরূপ একখানি কবিতা নাই। আপাদমস্তক বর্ণন থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ একটী বিশেষ কবিতা নাই। সেই অভাব মোচনার্থ ও বঙ্গীয় যুবকদের মনো-রঞ্জনার্থ আমি একটী "নখশিখ" অথবা "শিখনখ" কবিতা রচনা করিলাম। আশা করি, এ কবিতাটী রসিক বঙ্গীয় যুবকদিগের একটী আদরের সামগ্রী হইবে।

বঙ্গবধূ বড় মধু সব লোকে বলে
মধুতে মিশাব মধু, দেখিবে সকলে।
বঙ্গভাখা মধুমাখা, সত্য যদি হয়,
সুন্দরী বর্ণনে তবে হবে মম জয়।
তুলিতে তুলনা তার, এ লেখনী হারে,
কেমনে, সুন্দরি! তবে বর্ণিব তোমারে?
সুন্দরী শরীর, সেই সুধার-আধারে
পরুষ পুরুষ কি হে বরণিতে পারে?
ভালবাসা ভরা হৃদি, দেহ মধুময়
কঠোর কবির কথা—তাই মনে ভয়।
কি কুক্ষণে নাহি জানি, ক'রেছি এ আশা
সুন্দরীরে বরণিব, দেখত তামাসা!

যদি আমি মানি হার, হাসিবে সুন্দরী
সেই হাসি হেরিবারে, কবি যায় মরি।
পুরুষের উপহাস, পারি সহিবারে
সুন্দরীর উপহাস, প্রাণে শেল মারে !
সবে জানে ব্রজ-ভাষা বড় সুমধুর,
কে না জানে, যে প'ড়েছে অন্ধ কবিসুর (১)।
হিন্দীতে বেঁধেছে কবি "নখশিখ" কত,
নখশিখ লিখিবারে, হ'য়েছি উদ্যত।
সুন্দরি ! কর গো দয়া, আমি তব দাস
অবশ্য সফল হব, তুমি যদি হাস !
চিকণ চিকুর চারু, কিবা শোভে শিরে,
কালকেশে কত শোভা, আয় দেখিবি রে !
বিলাতি বিবির কেশ, তামার বরণ
শতেক সুখ্যাতি তার, নাহিক মরণ !
কমনীয় কাঁকনিতে চিরে কাল চুলে,
রাশি রাশি কেশগুচ্ছ, উঠে কিবা ফুলে !
চমরী চামর কোথা এর কাছে লাগে,
তাই বুঝি চমীররা বঙ্গে নাহি থাকে !
সিংহের কেশর কোথা লাগে এর কাছে
তাই বুঝি সিংহ সব জঙ্গলেতে আছে।

---

(১) সুরদাস।

ফুলে ফুলে কেশরাশি লহরী খেলায়
কবি মন নিমগন তারি মাঝে হায় !
বিনাইয়া বিনোদিনী বাঁধে যদি কেশ
মরিবে যুবক যত, স্মর রে মহেশ !
বেণী যেন ঠিক ফণী দোলে পৃষ্ঠপরে
দেখি দেখি যুবগণ মরে কি না মরে !
মহেশের শিরে সাপ, সকলেই জানে,
সুন্দরীর শিরে সাপ, যুবাপ্রাণ হানে !
অবনীর ফণী যদি দংশে কোন নরে,
মালবৈদ্য তার প্রাণ বাঁচাইতে পারে !
রমণী-মাথার-ফণী দংশে দূরে থেকে
যুবকজীবন যায়, হাহাকার ডেকে।
তাই বুঝি বাঁধ বেণী বঙ্গের যুবতি !
ব'ধ না আপন পতি হও যদি সতী।
কেমনে বাঁচিবে পতি ফণীর দংশনে ?
অমৃত অধরে আছে ; নাই কি রে মনে ?
আছয়ে ত্রিবেণী দুই, শুনেছি শ্রবণে,
মহাপুণ্য স্নানে হয়, সে পবিত্র স্থানে।
রমণীরা ত্রিবেণীতে যবে স্নান করে,
ত্রিবেণীতে কত বেণী মিশে মন হরে !
কি কায ত্রিবেণী ? যারা শিরে বেণী ধরে
পুরুষ পাগল ওই এক বেণী তরে !

বিনাইয়া বিনোদিনী খোঁপা যদি বাঁধে
পুরুষের প্রাণ বাঁধে, কোন্ অপরাধে ?
কবরীর মাঝে মাঝে ফুল কেন গুঁজে ?
সে ফুলে পুরুষ বুঝি রমণীরে পূজে ?
সর্ব্বরীতে কবরীর দ্যাখে যুবা শোভা
কি আর মহীতে হেন আছে মনোলোভা ?
বিবরিতে সে শোভায়, কবি মানে হার
যে বুঝেছে সে মজেছে, মরি কি বাহার !
কাল চুলে শাদা ফুল শোভায় অতুল,
স্বর্ণফুল শিরোপরে, ছি, ছি, একি ভুল !
রৌপ্যফুল শিরোপরি বঙ্গনারী পরে,
দেখি সে সুন্দর শোভা যুবজন মরে !
কেন এ কুরুচি ? সাধ সাজিতে কুরূপা,
কাল চুলে সোণা শোভে ? পরা চাই রূপা।
যতই সুলভ সেই ততই অমূল,
সোণা চেয়ে রূপা সস্তা, সব চেয়ে ফুল।
জীবের জীবন ওই জল আর হাওয়া,
বিনামূল্যে এই দুই সদা যায় পাওয়া।
কবরীর মাঝে কেন কাঁটা বেঁধে নারী
পুরুষে করিতে অন্ধ, এহেন বিচারি।
কত ধাঁজে, কত ভাঁজে, খোঁপা বাঁধে নারী
খোঁপার মূরতি হেরে, ম'রেছে মুরারী।

কেউ যেন প্রজাপতি, কেউ লতা পাতা
খোঁপা বেঁধে চোঁপা ধ'রে, রাগে নাড়ে মাথা।
কেউ বা খোঁপায় ঢাকে মুকুতার জালে,
অকাল মরণ হায়! যুবার কপালে!
জালেতে জড়িত, আর পালাবে কোথায়
ছট্ ফট্ করে যুবা, প্রাণ যায় যায়!
দেখ দেখি চেয়ে সোণার ও কাঁটা বটে
পুরুষের দেহে কাঁটা, বিষম শঙ্কটে!
কবরীর পানে চেয়ে কবি হ'ল অন্ধ
কাঁটা ফুটে চক্ষু গেল, বিধির নির্ব্বন্ধ!
তাই বলি যুবা চেও না কবরীপানে
চক্ষু যাবে, প্রাণ যাবে, কণ্টকের বাণে!
কুণ্ডলিত ওই ফণী মণ্ডলিত ক'রে
কাঁটাতে বিঁধেছে ধনী বধিতে নাগরে!
ছুঁও না ছুঁও না ওরে. দংশিবেক ফণী,
কামিনীর কপটতা, তাও কি বোঝ নি?
বেণী বেঁধে, তার'পরে বাঁধিয়াছে ফুল
ফণীশিরে মণি ওই, ক'রনাকো ভুল।
ছুঁও না ছুঁও না ওহে দংশিবেক ফণী,
তখনি মরিবে, ও যে ফণীশিরে মণি।
রমণীরা সিঁতা কাটে সুন্দর কেমন
সুন্দর সিন্দূর বিন্দু, কিবা সুশোভন!

সিঁতা দেখে পড়ে মনে, ওই ছায়াপথ,
মুকুতার জাল শোভে, তারকার মত !
কারো কারো কোঁকড়া চুল সুন্দর কেমন
তাতে আর খোঁপা বাঁধা নাই প্রয়োজন !
কোঁকড়া কোঁকড়া কেশ, আঁখি দুটী বাঁকা
কবি হ'ত চিত্রকর, তবে যেত আঁকা !
চারুচিত্র নাহি আঁকে, আঁকেত আঁখর
আঁখরে কি যায় আঁকা, ওরূপ সুন্দর ?
কালির আঁখরে কেবা পারে আঁকিবারে
মানিলাম হার আমি, বলি বারে বারে !
করিবে ত উপহাস, তবু ত হাসিবে
আমার মনের তমঃ তাইতে নাশিবে !
সেই হাসি হৃদি ভরা, আবার লিখিব
এইবার পারি কি না দেখিব দেখিব !
সমতল সুললাট, তিব্বৎ দেশ
মানসসরসী নীচে, শোভায় অশেষ !
মানসরোবর এক, তিব্বতেতে আছে
মানস সরসী দুটী, ললাটের নীচে।
কোথা ব্রহ্মপুত্রনদ, কোথা হিমাচল,
হিমাচল আছে ঢাকা, উঠাও আঁচল !
ব্রহ্মপুত্রনদ আমি দেখিতে না পাই,
সরোবরে হাবুডুবু কেবলি ত খাই।

সুন্দরী ললাটে বিধি সুখ লিখে নাই,
ললাট ত্যজিয়া আমি অন্য স্থানে যাই।
এইবার দেখিলাম ওই দুটী আঁখি রে
কবির সুখের আর রহিল কি বাকি রে!
আঁখি সরোবরে আমি হব নিমগন
ডুবিয়া মরিব, সেত সুখেরি মরণ!
মানসসরস কিম্বা হয় সীতাকুণ্ড
কভু বারিভরা, কভু অশনি প্রচণ্ড!
সরোবর নয় এত, হবে বা সমুদ্র
ওই উঠে হলাহল, নাহি হেথা রুদ্র!
ওই উঠে সুধারাশি, কোথা দেবগণ,
চরিতার্থ হ'ল হেরে নরের নয়ন।
উথলিয়া পড়ে বারি, বয় বুঝি নদী,
আদি অন্ত নাহি পাই, খুঁজি নিরবধি!
চমকে কভু বা আলো বিদ্যুতের প্রায়
যুবক মরিবে জ্ব'লে কে বাঁচাবে হায়!
দেব দেব মহাদেব হিমাচলে থাকে,
দেখি যদি দয়া ক'রে যুবা প্রাণ রাখে।
সুন্দরী ত হিমাচল রেখেছে ঢাকিয়া
মিছে তবে মহাদেবে কি হবে ডাকিয়া?
সুন্দরী ধ'রেছে বুঝি তাই রতি বেশ
মদনে বাঁচায়ে তাই ঢেকেছে মহেশ!

উঠে ছিল সুধা, কে মথিল এ সাগরে ?
অধরে ধরিল সুধা কতই আদরে !
অক্ষয় ভাণ্ডার এত তাই ভরা সুধা।
যত কর পান আরো তত বাড়ে ক্ষুধা।
কে বলে খাইলে সুধা, ক্ষুধা নাহি রয় ?
সুধা খেলে ক্ষুধা বাড়ে কলিতে নিশ্চয় !
তবু ত আঁখির সুধা হয় নাই শেষ
সাগরের সব বিষ খাই নি মহেশ।
আঁখিতে অধরে যোগ অবশ্যই আছে
হাসিলে অধর, তাই আঁখি দুটী নাচে !
অথবা গগন-তারা প'ড়েছে খসিয়া
সুন্দরী ললাট-নীচে, র'য়েছে বসিয়া।
তাই বুঝি মাঝে মাঝে তারা পড়ে খ'সে
হাল্কা লোকে উল্কা বলে মূর্খতার দোষে !
সুন্দরীর ভ্রূকুটীকে দেখে লাগে ভয়,
সুন্দরী বর্ণনে ভুল হ য়েছে নিশ্চয়।
ভ্রূকুটীর ভয়ে আমি ছেড়েছিনু ভুরু
ভাবিলে সে রঙ্গ, মোর হিয়া দুরু দুরু।
কেউ বলে কামধনু ওই ভুরু যুগ্ম,
যত দেখ কবিগণ, সকলেই অজ্ঞ !
উপরে তিব্বৎ আর নীচে হিমাচল
তার মাঝে দেখ ওই দুধারি জঙ্গল !

কেমনে ভুলিব আমি ওই দুটী আঁখিরে
হৃদয়েতে আছে আঁকা, জ্বলে থাকি থাকি রে।
নিদ্রিতা সুন্দরী পানে দেখেছে যে যুবা
সেই জানে নয়নের মুদিলে কি শোভা!
নয়নের পাতাগুলি কেমন কোমল
আমরি মসৃণ কিবা যেন মখমল!
পাতার ভিতর লাল যেন রক্তজবা
পূজিতে পার্ব্বতীপদ ধরিয়াছে শোভা।
আঁখির ভিতরে কেন ভ্রমর বসিয়া?
নয়ন-কমল সাধে বলে কি রসিয়া?
সুন্দরী নয়ন পানে চাহিতে ডরাই
কি জানি কি অকারণে পরাণ হারাই।
বিজুলির আভা বুঝি দগ্ধ করে হিয়া
কোন্ বাণে প্রাণ হানে দেখ না চাহিয়া?
সুন্দরীর পানে চাও, তাতে ক্ষতি নাই
কামিনী-কটাক্ষে কিন্তু পুড়ে হবে ছাই।
চেও না সুন্দরি! তুমি অভাগার পানে
সামান্য নরেরে কেন মার মৃত্যু-বাণে?
আমি ত রাবণ নই, না হই রাক্ষস
ভীরু অতি কাপুরুষ, নাহিক সাহস!
ব্যঙ্গ করি আঁকি ছবি তোমারি ত দাস
আর কিছু নাহি চাই, চাঁদমুখে হাস!

কেবলি জাগিছে মনে ওই দুটী আঁখিরে
মিটিল না মনসাধ, আর কিবা বাকি রে !
নাহি দেখি কোন কবি এই অবনীতে,
আঁখির তুলনা কেহ পারিয়াছে দিতে ?
ভাল ক'রে আঁখি বুঝি কেউ দ্যাখে নাই
আঁখি পানে চেয়ে অন্ধ, হবে বুঝি তাই।
বিদ্যুতের আঁচে অন্ধ হইতেই পারে
এই ত সম্ভব, তবে দোষ দিই কারে ?
আঁখি দেখি আমি অন্ধ, হায় কি হইল ?
"নখশিখ" লেখা তবে এখানে রহিল।
সুন্দরীর দোষে তবে আমি হই অন্ধ
সুন্দরী দূষিবে মোরে, বিধির নির্ব্বিন্ধ !
আঁখির বর্ণনা আমি করিয়াছি কত
একটীও নাহি হ'ল, হায় ! মনোমত !
অক্ষিশাস্ত্র শুনিয়াছি প'ড়ে থাকে লোকে
জাজ্বল্যজীবিত আঁখি দেখে নাই চোকে !
মাথা চিরে মরা চোক, দেখে থাকে কাঁচে
কামিনীর আঁখি দেখে কেউ কি রে বাঁচে ?
অথবা পুরুষ-চক্ষু ক'রেছে পরীক্ষা
দেখিত রমণী আঁখি, হ'ত পূর্ণ শিক্ষা !
আঁখি ছেড়ে যাব আমি, আঁখি ছাড়ে কই ?
আঁখি-সরোবরে আমি সদা ডুবে রই।

অথবা পুড়িয়া মরি, আঁখির আগুনে
ভস্ম হই, বেঁচে রই, না জানি কি গুণে ?
আঁখিতে কজ্জ্বল রেখা কেন পরে নারী ?
পুরুষের হৃদিভস্ম, এ হেন বিচারি !
জ্বল জ্বল ঢল ঢল আঁখি কিবা বলে রে
"জ্বল জ্বল যত যুবাপুরুষ সকলে রে" !
চল চল চঞ্চল চোকে কিবা কয় রে ?
সে কথা বুঝিতে পারে, কারো সাধ্য নয় রে !
ছল ছল জল জল কেন বারি বয় রে ?
ছলনা ছলনা শুধু আর কিছু নয় রে।
পল পল পড়ে পাতা, তাতে কিবা ফল রে ?
"ভালবাসা কি তামাসা" বলে ত কেবল রে !
ভাসা ভাসা কিবা ভাষা ওই আঁখি ভাষে রে ?
মাঝে মাঝে কেন আঁখি মিঠি মিঠি হাসে রে ?
হেসে হেসে যবে আঁখি কারো পানে চায় রে,
সর্ব্বস্ব তাহার যায়, হয় বড় দায় রে !
হেসে হেসে কেন ওই আঁখি দুটা নাচে রে ?
সর্ব্বস্ব হারায়ে হরি ওই হাসি যাচে রে !
ওই হাসি হেরে হরি হইল ভিখারী
পাগল করিল তারে হেসে ব্রজনারী !
সাধে কিগো কানু খেত ননী ভিক্ষা করি
সাধে কি রে অন্নপূর্ণা হন্ মহেশ্বরী ?

ওই আঁখি দেখি শিব হইল পাগল
ও আঁখি দেখিলে হয় ভিক্ষাই সম্বল।
ওরে আঁখি তোরে আমি দেখিব না আর
সর্ব্বস্ব হারায়ে মিছে বহি দেহ ভার।
কেমন দেখাত নারী, না রহিত নাসা ?
ব্যাকরণ শূন্য যেন সংস্কৃত ভাষা।
মুখের পরম শোভা, গন্ধের আঘ্রাণ
সুগন্ধ সামগ্রী যত, নাসাতে প্রমাণ !
সুমুখীর সুমুখেতে নাকেতে নলক
এই ত রে স্বর্গধাম, নরের গোলক !
কে বলে উহারে মুক্তা ? পুরুষের মুক্তি
মানুষ হোয়েছি মিছে, না হইয়ে শুক্তি !
মৃদু মৃদু আহা ! কিবা নোলকটী দোলে
ভাসিয়ে পরম সুখে হরষ-হিল্লোলে !
চুমে চুমে চাঁদমুখ চমক বেড়েছে
কত রসিকের মন নোলক কেড়েছে !
পুলকে পূরিত অঙ্গ, নোলক নিরখি,
হের হে নলকরঙ্গ থাকে যদি আঁখি !
নাসিকার কি বাহার, রসিকেই জানে
সাধ হয় কবি দোলে নোলকের স্থানে।
নোলকে আলোকি মুখ, হারায় দ্যুলোক
চেও না নোলক পানে ঝলসিবে চোক।

সর্পের সদৃশ জিহ্বা আনন ভিতর
সুধামাখা বটে সদা, নয় সুধাকর।
সুখ দুখ মানবের জীবনের খেলা
অপরূপ নারী রূপ সুধাবিষে মেলা।
সুধা বিষে দুয়ে মিশে নারীর জিহ্বায়
সুধা বিষ অহর্নীশ নয়নেতে হায়!
অমর করিতে পারে, পারে বধিবারে
শক্তিরূপা তাই বলি, সুন্দরী সবারে।
ছোট ছোট দাঁতগুলি কিবা শ্বেত আভা
হাসে নারী খসে ফুল, কিবা মনোলোভা!
না হাসিলে দাঁতগুলি দেখা নাহি যায়,
রসিক তাহারে বলি সুন্দরী হাসায়।
সুধামাখা ওষ্ঠাধরে কবি বেশ জানে
সাধ হয় সদা রয় কবি সেই স্থানে।
সুধার আধার ওই অবলা অধর
সেই সুধাপানে নর হয়ত অমর।
অমর হইয়া যুবা পরে কেন মরে?
সুধার অধিক বিষে যায় তনু জ'রে!
নীলকণ্ঠ খেয়ে বিষ, কেমনে বাঁচিল?
পার্ব্বতী অধর সুধা সেই কণ্ঠে ছিল।
শিবের সুখ্যাতি কিসে বাঁচাইল শক্তি
শক্তিরূপা সুন্দরীরে কর সবে ভক্তি!

অধর ত্যজিয়া কবি চলিতে না চায়
সুন্দরী বর্ণন তবে, হ'ল দেখি দায়!
অধরে মিশিয়া রব, মনে বড় সাধ
সুন্দরী বদন ত্যজি, গণি পরমাদ!
কে চায় ত্যজিতে, ওই সুধার ভাণ্ডার।
শিখনখ লেখা তবে, হ'ল দেখি ভার!
সুন্দরী বদন ত্যজি, যেতে নাহি পারি;
অমরত্ব এইখানে, বাকিত অসারি!
সুন্দরীর মুখ ত্যজি পাব অতি দুখ,
কবিতা লিখিয়া মোর হবে কিবা সুখ?
ক্ষমা কর বামাগণ, ক্ষম যুবজন
রমণীর মুখ ছেড়ে যাব না কখন।
কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস হারাইল প্রাণ,
বীণাপাণি মুখখানি প্রথমে বাখান।
না বুঝিয়া বীণাপাণি, কোপে দেন শাপ,
বেশ্যাহস্তে প্রাণ নষ্ট, অহো পরিতাপ!
মরিয়ে ত আছি আমি, হেরিয়ে নয়ন
আর কি মরিতে বাকি? জীবনে মরণ!
মরার উপরে যদি কর খড়্গাঘাত,
সুখের মরণ! সেত সুন্দরীর হাত!
সুন্দরী করিলে দয়া, হইব অমর,
সুন্দরীর হাতে মরি, মাগি এই বর!

পদ্মপর্ণ দুই কর্ণ কিবা দুই পাশে
বদনকমল কিবা মাঝেতে বিকাশে!
কপোলের পানে চেয়ে কবি ত আকুল,
যশ মান সবি গেল, যায় বুঝি কুল।
নর-চকোর ওই চাঁদপানে চায়,
চাঁদ কি ভুলিয়া কভু চকোরে সুধায়?
গালি দিয়ে রাগে তাই বলে ওরে গাল,
কাকের যেমন দুখ দেখি পাকা তাল!
কামিনী কপোল উষ্ণ, শীতল ত নয়,
চ্যাপ্টা চাকা চাঁদ সনে তুলনা কি হয়?
সুন্দরীবদনে চাঁদে কি আছে সমতা?
সুন্দরী বদন বর্ণি নাহিক ক্ষমতা।
কমল ত ভাসে জলে, কিছুই বলে না
এ বদনে কত ভাব, কতই ছলনা!
সুন্দরী বদন হয় স্থলপদ্ম সম
কভু শ্বেত, কভু রক্ত, কিবা মনোরম!
স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ যুবা মন হরে,
চুম্বিলে চমক বাড়ে, রক্তবর্ণ ধরে
দুই দিকে ভুরু আর মাঝে কাল টীপ,
দুই দিকে জ্বলে দুই স্ফটিক প্রদীপ।
চিবুকেতে কর দিয়ে, আদর নারীরে
সুন্দরী যে কত সুখী, বলিতে কি পারি রে!

চিবুক উপরে নারী কেন তিল পরে ?
সোহাগের কত সাধ, ভুলাতে নাগরে !
সুন্দরীর সুবদন, পুরুষের স্বর্গ
দেখে দুখ হয় দূর, চুম্বে চতুর্ব্বর্গ !
প্রেমের প্রতিমা তুমি রমণী রতন
আমি কি করিতে পারি, ও মুখ বর্ণন।
চিরজীবী হবে কবি, হও গো প্রসন্ন
হাসি মুখখানি দেখে, যাই স্থানে অন্য।
কি বাহার তারাহার, গলে মতিমালা,
তার মাঝে চারুচিক পরে বঙ্গবালা !
চাঁদের নীচেতে বুঝি তারকার সারি
কি দিব তুলনা তব, ওলো বঙ্গনারি !
ঘুরে ঘুরে মুখপানে ভ্রমিছে ভ্রমর
সুধাপান করিবারে হেরিছে অধর।
চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ চারিদিকে জ্বলে
পুরুষপতঙ্গ বুঝি অঙ্গ দেয় ঢেলে।
সাধে কি পতঙ্গ পুড়ে আগুণেতে মরে,
ভালবাসা কি তামাসা ? মূর্খে মনে করে !
সত্য যেই ভালবাসে, সেই যায় পুড়ে
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে দগ্ধ ছাই হ'য়ে উড়ে !
কামিনীর বক্ষ করি লক্ষ্য এইবার,
পাগল হইল কবি বাঁচিবে কি আর ?

দুই গিরি বক্ষোপরি, ভাবে কবি মনে,
সুন্দরী শরীরে গিরি উঠিল কেমনে?
ধরাধর বুকে ধরে শুধু এই ধরা
ধরাধর হাতে দিয়ে নাহি যায় ধরা।
রমণীত ধরে বটে সন্তান উদরে
রমণী ধরণী নাম কেন নাহি ধরে?
ধরাধর হৃদে ধরে, ধন্য রে শকতি!
কে বলে অবলা, এত সাক্ষাৎ শকতি!
এই স্তনে হয় সব সন্তান পালন
বুঝিতে পারি না কিসে লাজের কারণ?
পবিত্র কবির চিত্ত বুঝিতে না পারে
কাপুরুষ কুপুরুষ লজ্জা বলে কারে?

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

কেমনে বলিব আমি এরে হিমাচল
হাত দিলে যায় জ্বলে, যুবক বিকল।
অধিক শীতল দ্রব্যে জ্ব'লে যায় অঙ্গ
তবেত যথার্থ ইহা কাঞ্চনের শৃঙ্গ।
কাঞ্চনের শৃঙ্গ আর ঐ ধবলগিরি,
গায়ে থাকে বল্, তবে উঠ ধীরি ধীরি!
মর্ম্মর নির্ম্মিত নয়, অথচ মসৃণ
সুকোমল মখমল, পয়োধর পীন!

মসীরা বলে গো এ যে মসজীদ গম্বুজ
কোন কোন কবি বলে এ দুটী অম্বুজ।
হিন্দীকবি কেউ বলে কনক কটোরী
তা হ'লে কি দেখিতাম! এত যেত চুরী!
কেউ বা দাড়িম্ব আর কেউ বলে বেল
কেউ বলে দুটী গেঁদ কর নিয়ে খেল।
দাড়িম্ব হইবে যদি, তবেত বেদানা
দানা'কই দেখি নাই, কিম্বা আমি কাণা!
বিল্বফল এই দুটী হইলেও পারে
কামিনীর গায়ে কাঁটা উঠে বারে বারে!
স্থলপদ্ম এই দুটী মুখপদ্ম নীচে
মৃণাল ঐ মেরুদণ্ড আছে নারী পিছে।
মাটীর এ দেহ মাঝে স্থলপদ্ম ফুটে
হায়! হায়! পুরুষের মন প্রাণ লুটে!
কেউ বলে দুটী শম্ভু, ছি! ছি! তা কি হয়?
মহাদেব মহেশ্বর, দুই কভু নয়!
কেউ বলে দুটী পাখী ওরা চকা চকী
মিছে সব কবিগণ করে বকাবকি!
চকা চকী হ'ত যদি, যেত এরা উড়ে
থাকিত না চিরদিন, বুক খানি জুড়ে!
"নানা মুনি নানা মত" সকলেই জানে
যত্ত কবি তত ভাব, উঠে কবি প্রাণে!

ভাবেতে বিভোর আমি ভেবে নাহি পাই,
আমি বলি এ কুচের তুলনা ত নাই।
সত্য কথা বলিলাম, ভাল নাহি লাগে!
এই স্থান ছাড়ি তবে, চ'লে যাও আগে!
কুচের উপরে যদি শোভে মতিমালা
কুচগলে দুয়ে মিলে করে দেহ আলা।
গলে চিক চিক্ চিক্, মতি ঝল্ ঝল্
উপরেতে আঁখি দুটী করে ঢল ঢল।
কুচোপরি মুক্তামালা গঙ্গা হিমালয়,
পৃষ্ঠোপরি দোলে বেণী যমুনার প্রায়।
গঙ্গা যমুনায় মিল এখানে ত নাই!
এ দেহে প্রয়াগ কোথা খুঁজিয়ে না পাই।
এই বার চেয়ে দেখ বাহু দুখানি।
কেন পরে বাজু বালা আজু না জানি!
হেরি করে, মন করে, প্রাণ দিই কর
সঁপি প্রাণ তব করে, ধর বালা ধর!
সাধে কি পুরুষ ওই হাতনাড়া সয়!
হেরি হয় অনুরাগ, রাগ কি হে হয়?
হাতের তুলনা দিতে, কোথা আমি যাই,
গোঠে গোঠে মাঠে মাঠে ফিরেছে কানাই!
নারীর হাতের ননী খেত কানু চেয়ে
হাতে হাতে দিত ননী গোপিনীর মেয়ে।

কানুকে লম্পট বলে, কপট অজ্ঞান,
প্রেম অবতার ছিল বৃন্দাবন কান।
হাসাত গোপিনী সেই, ভাসাত হরষে
পবিত্র প্রেমের আহা! পবিত্র পরশে!
হেরিত সুন্দরী-হাসি, সুন্দরীর রূপ
সদানন্দ ছিল কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ!
ফণীর দংশনে কবি হ'য়ে জর জর
প্রবেশে প্রথমে ওই আঁখি সরোবর।
আঁখি-সরোবরে ডুবে, শীতে দেহ কম্প,
পর্ব্বত উপরে পড়ে দিয়ে এক লম্ফ।
অধর অমৃত পানে হইল সবল,
নতুবা সে দিবে লম্ফ কেমনে হে বল?
ঊর্দ্ধ হ'তে দেখে নিম্নে নাভিসরোবর
চঞ্চল কবির চিত, নয় স্থিরতর!
এই সরোবরে কবি দিবে বুঝি ঝাঁপ
পর্ব্বত হইতে লম্ফ, প্রাণভয়ে কাঁপ!
ডুবিল গভীর জলে, উঠিবে কি আর?
এ রূপ-সাগরে পারে কে দিতে সাঁতার?
কভু পুড়ে মরে, আর কভু ডুবে যায়
নিঠুর সুন্দরি! কিগো বাঁচাবি না তায়?
ম'রেছে কি বেঁচে আছে সুন্দরীই জানে
জীবন্মৃত থাকা চেয়ে, মরা ভাল প্রাণে!

ওদিকে পৃষ্ঠের শোভা দৃষ্টি করি দূরে
পলাইয়া গেল কূর্ম্ম নর্ম্মদার নীরে!
এই বারে বরণিব নিতম্ব দুখানি,
কিঁ ক'রে তুলনা দিব কিছুই না জানি।
পামর পুরুষ পারে বর্ণিতে কোমর
হরিণীর প্রায় ক্ষীণ মুষ্টির ভিতর।
কোমরের চন্দ্রহার, আর গলে চিক্
দেখি আর না রহিল, কারো দিগ্বিদিক্।
চৈতন্য হারায়ে কবি চারি দিকে চায়,
জঙ্ঘা'পরি তবে তার আঁখি দুটা ধায়!
সরস কদলীদণ্ড, নাহি কিন্তু পাতা
কি দিয়ে গড়িলি তারে, কেমনে বিধাতা?
কদলীর ফল ওই দেখি কলা দশ
অঙ্গুলী দিয়াছে নাম নিপট নীরস!
অঙ্গুলীর কোণে দেখ সুন্দর নখর
বরণিতে যার শোভা, না দেখি আঁখর।
অলক্তক-আলোকিত পদ্মিনীর পদ
গুঞ্জরিছে কত অলি আহা! গদ গদ।
নখরে নক্ষত্র আলো ছুটিতেছে ওই
রমণীর রূপ হেরে কবি আর কই?
হের হের হে মূরতি কিবা মনোহর
কে আঁকিবে এ আলেখ্য? কোথা চিত্রকর!

শিখনখ লিখিলাম কবিতা রসাল
ভরসা কবির, ভাবুকে লাগিবে ভাল।
কামিনীর করে করি কবিতা উৎসর্গ,
সুন্দরী বাসিলে ভাল, হাতে পাব স্বর্গ

সম্পূর্ণ

উপসংহার

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, যিনি যে ভাষায় কবিতা লিখুন না কেন, তাঁহাকে দেশীয় ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় অবশ্যই লিখিতে হইবে। বিশেষতঃ হিন্দুদের ধর্ম্মছাড়া কোন বিষয় নাই। হিন্দুদের আহার, বিহার, শয়ন, জন্ম মৃত্যু সকলি ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট। অতএব হিন্দুকবিকে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় লিখিতেই হইবে। যে কবি স্বদেশীয় ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়, তাঁহার কবিতা হইতে দূর করিয়া দিবেন, তিনি প্রকৃত কবি পদবীর উপযুক্ত নহেন। দেশীয় ধর্ম্মে, জাতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলেও, প্রকৃত কবিকে সে বিষয়ে কবিতা লিখিতে হইবে। হিন্দুকবির, কৃষ্ণ ও রাম, শিব ও কালীকে তাঁহার কবিতা হইতে তাড়াইয়া দিলে চলিবে না। ধর্ম্মহীন কবিতা স্বদেশীয় লোকের, কাহারও হৃদয়-গ্রাহী হয় না। ইতি ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯।

শ্রীহরিদাস ঘোষ উকীল।

হোসঙ্গাবাদ—মধ্যপ্রদেশ।